CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-235 ■ 5 June, 2025 ■ আগরতলা ৫ জুন, ২০২৫ ইং ■ ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের কাছে আরসিবির বিজয় উৎসবে বিপর্যয়

পদদলিত হয়ে শিশু সহ নিহত ১১ আহত বহু, প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

বেঙ্গালুরু, ৪ জুন ।। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আইপিএল ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উদযাপনের সময় পদদলিতের ঘটনায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে একজন শিশু রয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে।

বুধবার দলের জয় উদযাপন করতে হাজার হাজার আরসিবি ভক্ত স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় করেন। বিভিন্ন গেট দিয়ে দ্রুত স্টেডিয়ামে প্রবেশের চেষ্টার সময় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে করে স্থানীয় বৌরিং হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, তবে রাস্তায় অতিরিক্ত ভিড় থাকায় চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটেছে।

ঘটনার বিষয়ে কর্ণাটক বিধান পরিষদের সদস্য হরিপ্রসাদ বি কে "এক্স"-এ লিখেছেন, 'আরসিবি ক্রিকেট দলের বিজয় মিছিলে পদদলিতের ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। কয়েকজন আহতের অবস্থা গুরুতর। সরকার যেন দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। নিহতদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।' ঘটনার সময়, এক ভক্ত স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢোকার জন্য গেট বেয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন এবং তাঁর পা ভেঙে যায়। পুলিশের বিপুল সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকলেও বিশাল ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। অনেক মানুষ গাছ বেয়ে উঠে ডালে বসে অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করেন। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার সমস্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ পায়নি।

ঘটনাস্থল সম্পর্কে কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বলেন, 'আমি পুলিশ কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে কথা বলেছি। পরে হাসপাতালে যাব, তবে এখন চিকিৎসকদের কাজে বাধা দিতে চাই না। এখনও সঠিক সংখ্যা বলা যাচ্ছে না। আমরা মানুষের কাছে শান্ত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। অনুষ্ঠান মাত্র ১০ মিনিটেই শেষ করি। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছিল। আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি।'

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৭ সালে আদমশুমারি হবে দুই ধাপে জাতি গণনাও একসঙ্গে, ঘোষণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ।। দেশের পরবর্তী আদমশুমারি ২০২৭ সালে দু'টি ধাপে পরিচালিত হবে এবং এই প্রথমবারের মতো জাতি নির্ধারণ তার সঙ্গে একত্রে সম্পন্ন হবে বলে জানাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "জনগণনার রেফারেন্স ডেট হবে ২০২৭ সালের ১ মার্চ," যা দেশের অধিকাংশ অংশের জন্য প্রযোজ্য। তবে লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের তুষারাবৃত অ-সমন্বিত অঞ্চলগুলির জন্য রেফারেন্স ডেট হবে ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, আগামী ১৬ জুন নাগাদ এই রেফারেন্স ডেট-সহ আদমশুমারি পরিচালনার বিষয়ে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে, যা ১৯৪৮ সালের 'সেনসস এক্ট'-এর ধারা ৩ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। এই আদমশুমারি আগের নিয়ম অনুযায়ী দুই ধাপে পরিচালিত হবে। তাতে, প্রথম ধাপে গৃহ তালিকা প্রস্তুতি এবং দ্বিতীয় ধাপে জনসংখ্যা গণনা হবে। ২০১১ সালের আদমশুমারিও একই পদ্ধতিতে হয়েছিল। সেবার প্রথম ধাপ চালানো হয়েছিল ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ধাপের জনসংখ্যা গণনা হয়েছিল ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১-র মধ্যে। সেই সময়েও রেফারেন্স ডেট ছিল ১ মার্চ, তবে তুষারাবৃত অঞ্চলগুলির জন্য ছিল ১ অক্টোবর। ২০২১ সালের আদমশুমারিও একই ধাপে হওয়ার কথা ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম ধাপ শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয় ধাপ ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ফিল্ড ওয়ার্কের যাবতীয় প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এই কর্মসূচি স্থগিত হয়ে যায়। ২০২৭ সালের আদমশুমারি 'সেনসস এক্ট, ১৯৪৮' এবং 'সেনসস রুলস, ১৯৯০' অনুসারে পরিচালিত হবে। এটি হবে ভারতের প্রথম ডিজিটাল আদমশুমারি, যেখানে নাগরিকরা নিজেরা অনলাইনে তথ্য আপলোডের সুযোগ পাবেন। জাতি ভিত্তিক এই গণনার মাধ্যমে দেশের সমাজ ও অর্থনীতির গভীর তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ক্যান্সার রোগীর পাশে বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা নিবাসী মনি দের উন্নত চিকিৎসা জন্য পিএম রিলিফ ফান্ডের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আজ সামাজিক মাধ্যমে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব লেখেন, দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা নিবাসী মনি দে। তিনি উন্নত চিকিৎসা সহায়তার জন্য সাংসদ বিপ্লবের কদছে আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পিএম রিলিফ ফান্ডের জন্য চিঠি লিখেছিলেন। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে বিবৃতি জারি করা হয়েছে। বিবৃতিতে, ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে শুধুমাত্র তিন লক্ষ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়ে। অতি অল্প সময়ে বিষয়টির গুরত্ব অনুভব করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব।

বর্ষাকালীন প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্যভিত্তিক বৈঠক

প্রতিকূলতা থেকে বেরিয়ে আসতে দপ্তরগুলিকে সমন্বয় সাধনে জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। রাজ্যে বিগত দিনের তথা গত বছরের ভয়াবহ বন্যা থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা নিতে হবে। সবার মনে রাখতে হবে মানুষকে উদ্ধার করা তথা বিপর্যয়ের মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়ানো শুধুমাত্র সরকারি কাজ নয়, এটা আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা।

আজ সচিবালয়ে ২ নং কনফারেন্স হলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আগাম বর্ষাকালীন প্রস্তুতি বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিপর্যয়ের মুহূর্তে তথা প্রতিকূলতা থেকে বেরিয়ে আসতে দপ্তরগুলিকে সমন্বয় সাধনের উপর জোর দিতে হবে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং কোথায় কোথায় গ্যাপ রয়েছে সেগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। তবেই বিপর্যয়ের সময় নাগরিক সমাজকে সঠিক পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন ক্লাবগুলিকেও এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সরকারি আধিকারিক তথা জেলাশাসকদের পরামর্শ দেন ক্লাবগুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষার করে চলার। মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসকদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনগণকে আগের থেকে সচেতন করা প্রয়োজন যাতে তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, বই, দলিল, টাকা পয়সা নিরাপদ স্থানে রাখেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালগুলিতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবশেষে কুখ্যাত সমাজদ্রোহী ও ছিনতাইকারী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জুন।। বিশালগড় মহিলা থানার ওসির গাড়ি ছিনতাইকারী ও সমাজদ্রোহী জুয়েল আহমেদকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তাকে না পেয়ে তার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ শব্দবাজি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বিশালগড় থানার পুলিশ।

পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুধবার সন্ধ্যায় মধুপুর থানাধীন জুয়েল আহমেদের শ্বশুরবাড়ি এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তবে বিশালগড় থানার ওসি সনজিৎ সেন জুয়েল আহমেদকে জেরা করে বাকি তিনজন ছিনতাইকারীর নাম সামনে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে মোদী সরকার ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। মোদী সরকারের আমলে ১৬ টি কৃষি পণ্যে নূনতম সহায়ক মূল্যের মধ্যে নয়টি ফসলের দামই পূর্বের তুলনায় অনেকটাই কমে গেছে। এককথায় দেশের কৃষকদের সাথে প্রতারণা করছে মোদী সরকার। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। এদিন কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, স্বাধীন ভারতে কৃষি ও কৃষক কল্যাণে এযাবৎ যা কিছু উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার অধিকাংশই জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়কালেই। বিশেষত দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কৃষিজিবি ও শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে স্থায়ী রোজগার বাড়ানোর লক্ষ্যে ডঃ মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকারের যে সমস্ত পদক্ষেপ গুলির মধ্যে অন্যতম ডঃ স্বামী নাথন কমিশন গঠন। আজ থেকে ১৯ বছর আগে তা গঠন করা হয়েছিল। কমিশনের যেই সুপারিশ গুলি ছিল তাতে কৃষি উৎপাদক সামগ্রির মূল্য কৃষিতে ব্যবহৃত শ্রমের মূল্য কৃষি কাজে ঋণের সুদ জমির খরচ বা ভাড়া যুক্ত করে চাষের মূল খরচ ঠিক করা। তার উপর লাভহিসাবে ৫০ শতাংশ যোগ করে ফসলের নূনতম মূল্য নির্ধারিত করার সুপারিশ করা হয়। যা (সি ২৫০) এই স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ দেশে আইন হিসেবে কার্যকরী করার দাবিতে দেশব্যাপী বিজেপি বিরোধী সবকটি কৃষকের যুক্ত আন্দোলন যা গোটা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এতে ৭৫০ জন কৃষক নিহত হয়েছিল। পরবর্তীতে মোদি সরকার বাধ্য হয়েছিল দেশে প্রচলিত কৃষি আইনগুলি বাতিল করে নতুন যে কালো তিন কৃষি আইন লাগু করেছিল তা প্রত্যাহার করে নিতে। কৃষক সংগঠনগুলোর সাথে মোদি সরকার লিখিত চুক্তি করেছিল স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করা সহ কৃষি পণ্যের উপর থেকে জিএসটি তুলে নেওয়া সহ অন্যান্য দাবি গুলি মেনে নেওয়ার। পাঁচ বছর অতিক্রম হওয়ার পরও মোদি সরকার প্রতিশ্রুতি করেননি শুধু কার্যকরী করেননি ঘোর পথে আবারো কর্পোরেট স্বার্থে কৃষি আইন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কৃষক কল্যাণে নানা প্রকল্প ঘোষণা সাথে সাথে কৃষকদের আয় দুই গুণ তিন গুণ বাড়ানোর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা

উপকৃত হবেন গরীব মানুষ ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিশেষ করে সৌরশক্তির ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে সারা দেশে প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনার সূচনা করা হয়েছে। রাজ্যেও এই প্রকল্পের সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে এবং বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় শিবির করা হচ্ছে। আজ বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর বিবেকানন্দ ক্রাফট সেন্টারে আয়োজিত পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ ছাড়া আধুনিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উপর জোর দিয়েছেন। সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ বিলের সাশ্রয় এবং অনগ্রিডের মাধ্যমে অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রেরণের মাধ্যমে বাড়তি রোজগারের লক্ষ্যে পিএম সূর্য্যঘর মুফত বিজলি যোজনা চালু করা হয়েছে। এতে গরীব অংশের জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। রাজ্যেও এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং গ্রাহকদের মধ্যে ব্যপক সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনেক গ্রাহক এই প্রকল্পে নিজ বাড়িতে প্ল্যান্ট বসিয়ে বিদ্যুৎ বিল শূন্যের কোঠায় নিয়ে এসেছেন। অনেকে আবার অনগ্রিডের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ নিগমকে প্রেরণ করে বাড়তি রোজগারও করছেন।

তিনি বলেন, প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে সরকার সৌরশক্তিচালিত পিএম সূর্য্যঘর মুফত বিজলি যোজনা নিয়ে এসেছে। এই প্রকল্পে ডোমেস্টিক গ্রাহকরা নিজ বাড়িতে ১০ কিলোওয়াট পর্য্যন্ত প্ল্যান্ট বসাতে পারবেন। ৩ কিলোওয়াট পর্য্যন্ত সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বোচ্চ ভর্তুকি হচ্ছে ৮৫ হাজার ৮০০ টাকা। গ্রাহকরা নিজেদের পছন্দমত অনলাইন কিংবা রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থার মাধ্যমে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বরোজগারী মহিলা সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি,শান্তিরবাজার, ৪ জুন।। বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মসূচিতে আজ ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের পাইখলা কমিউনিটি হলে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি কৃষি রথ, ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা ভ্যান এর সূচনা করেন। এলাকার ৫ জন সেরা কৃষককে সংবর্ধনা জানান এবং ২ জন কৃষকের মধ্যে পাওয়ারটিলার বিতরণ করেন।

এখানে আয়োজিত কৃষক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করতে কৃষকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাই কৃষকদের সমস্যা দূরীকরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, ফ্রিতে ৫ কেজি চাল, ফসলবীমা, আয়ুষ্মান কার্ড, মহিলাদের জন্য এলপিজি গ্যাস, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাতের আঁধারে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল। বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে উদয়পুর জামজুরি এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে পাঁচ ভরি স্বর্নালঙ্কার সহ নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল ছিল লোকনাথ বাবার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চালককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় আটক ১২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। গাড়ি চালককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় ১২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। কৈলাসহর কালিশাসন চা-বাগানে দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতার মারে এক যুবক মৃত্যু হয়। বুধবার এই ঘটনায় ১২ জনকে আটক করে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালছে।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের কালীশাসন চা বাগান এলাকায় দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে একজনকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটি ড্রেনে পড়ে যায়। গাড়ি ড্রেনে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই গাড়ির চালক সহ গাড়ির ভিতরে থাকা অন্যরা গাড়ি থেকে বের হয়ে দৌড়ে চা বাগানের ভিতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে উত্তেজিত কিছু যুবক গাড়ির চালককে খুঁজে বের করে তাকে বেধড়ক মারধোর করে।

এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবক প্রদীপ দাসের।

স্বামীর লাঠির আঘাতে মৃত্যু স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জুন।। স্বামীর লাঠির আঘাতে মৃত্যু হল স্ত্রীর। ঘটনা মেলাঘর লাল মিয়া চৌমুহনি সংলগ্ন এলাকায়। স্বামীর লাঠির আঘাতে মৃত্যু হল স্ত্রীর।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তায় এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। নলজলা মুসলিম পাড়া এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা, দ্রুত সংস্কারের দাবিতে রাস্তায় নামেন এলাকাবাসী বুধবার বিকেলে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান চড়িলাম তিপ্রা মথা ব্লক প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিক।

জানা যায়, বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন নলজলা পশ্চিম পাড়া ৭ নং ওয়ার্ডের রাস্তাটি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত বেহাল দশাশ পরে রয়েছে। উল্লেখিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,৫ জুন,২০২৫ ইং
২১ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তানকে সতর্কবার্তা

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লাল লক্ষণ রেখা টানিয়া দিয়াছে ভারত। ভারতের আশা, প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান এর থেকে শিক্ষা নিশ্চয়ই শিক্ষা নেবে। এমনটাই বলিয়াছেন দেশের সেনা সর্বাধিনায়ক বা চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ, জঙ্গি দমন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নীতির মতো একাধিক বিষয় নিয়ে খোলামেলা কথা বলিয়াছেন তিনি। সাংগ্রি-লা বৈঠকে ছিলেন পাকিস্তানি সেনার শীর্ষকর্তা জেনারেল শাহিদ সমশাদ মির্জাও। উভয়ের ভাষণেই উঠিয়া আসিয়াছে ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘাত এবং সেই সংক্রান্ত বিতর্ক। এই বৈঠকে উভয়েই একে অপরকে সতর্কবার্তা দিয়াছেন। জেনারেল চৌহান জানাইয়াছেন, ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' পাকিস্তানকে 'রেড লাইন'-এর হুঁশিয়ারি দিয়াছে। এর থেকে পাকিস্তান আগামী দিনে শিক্ষা নিবে বলিয়াও আশা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি। পাক কর্তার ভাষণে কাশ্মীর সমস্যা নিয়া উদ্বেগ শোনা গিয়াছে।

জেনারেল অনিল চৌহান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অসহিষ্ণুতার লাল রেখা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'ভারত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার একটি নতুন লাল রেখা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।এই অভিযান থেকে আমাদের প্রতিপক্ষ শিক্ষা নিবে এই আশা রাখি। তাহাজদের এটা বোঝা উচিত যে, ভারতের সহ্যক্ষমতার একটা সীমা আছে।' ভারতে পর পর সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং সীমান্ত সন্ত্রাসের উল্লেখ করিয়া জেনারেল চৌহান বলেন, 'আমরা প্রায় দুই দশক বা তাহারও বেশি সময় ধরিয়া ক্ষমতার জন্য এই সন্ত্রাসের যুদ্ধ দেখিয়াছি এবং আমরা অনেক মানুষকে হারাইয়াছি। আমরা এর অবসান ঘটাইতে চাই।'সাংগ্রি-লা বৈঠকে 'আঞ্চলিক সঙ্কট ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া' শীর্ষক আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন ভারত এবং পাকিস্তানের সেনাকর্তা। আঞ্চলিক সঙ্কট এবং ভারত-পাক কৌশলগত স্থিতিশীলতার প্রসঙ্গে জেনারেল চৌহান বলিয়াছেন, 'দুই হাত জোড়া লাগিলে তবেই তালি বাজে। '

পাকিস্তানের সেনাকর্তা বলিয়াছেন, যে কোনও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান প্রয়োজন। কোনও সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হইলে তাহা সাময়িকভাবে ঠেকাইয়া রাখা যায় বা পিছাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহা চূড়ান্ত সমাধানের পথ হইতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে কাশ্মীর সমস্যার কথা তুলিয়া ধরিয়া পাক কর্তা জেনারেল মির্জা দাবি করেন, এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না-হইলে আগামী দিনে মধ্যস্থতার সময়ও আর পাওয়া যাইবে না। বিশ্বের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বিপজ্জনক মাত্রা থেকে কমাইয়া কৌশলগত স্থিতিশীলতায় পৌছনো উচিত। যদি পরেরবার কোনও সংঘাত ঘটে এবং শহরগুলি প্রথম লক্ষ্য হয় এবং সীমানা যদি তখন অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যায়,হয়তো এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি হইতে পারে যে, সীমিত সময়ে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি সঙ্কটের সময়ে হস্তক্ষেপ করিবার আগেই, ক্ষতি বা ধ্বংস হইয়া যাইবে।'

জেনারেল মির্জা বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান তার ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করিতেছে এবং তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় কাজ করিতেছে। সন্ত্রাসবাদের কারণে পাকিস্তানেও বহু ক্ষয়ক্ষতি

হইয়াছে বলিয়া দাবি করিয়াছেন তিনি। মির্জা বলেন, সন্ত্রাসবাদের জন্য তাঁহার দেশের কোটি কোটি ডলার এবং হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি হইয়াছে।

চৌহান মানিয়া নেন, পাকিস্তানের হামলায় ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস হইয়াছিল। যদিও তার সংখ্যা স্পষ্ট করেননি তিনি। , ভারত তার কৌশলগত ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল এবং ত্রুটি শুধরে নিয়া একই কৌশলে আবার হামলা চালাইয়াছিল। তাহাতে সাফল্য আসিয়াছে।জেনারেল চৌহান বলেন, 'ভারত তাহার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের জন্য কোনও একটি দেশের উপর নির্ভর করে না।' তিনি বলেন, 'সেনার একাধিক ক্ষমতা একত্রিত হইয়াছে এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।'

অন্যদিকে জেনারেল মির্জা বলেন যে, তাঁহার দেশে চিন এবং অন্যান্য অনেক জায়গার অস্ত্র রহিয়াছে। তিনি বলেন, 'আমার কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রহিয়াছে। আমার তুর্কির সামরিক সরঞ্জাম আছে। আমার ইতালির সামরিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আছে। আমার যুক্তরাজ্যের সামরিক প্রতিরক্ষা আছে। আমাদের কাছে সব দেশের সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এমনো দিন আসতে পারে

পরাগ রঞ্জন দত্ত

'ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়ার বাট নট এ ড্রপ টু ড্রিংক', লিখেছিলেন ইংরেজ কবি কোলরিজ। উনি সেদিন ভাবতে পারেননি এই কটা শব্দবন্ধ মানবজাতির চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে ভবিষ্যতে। এই কবিতাটি জেমস কুকের দক্ষিন সমুদ্র ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বিতীয় অনুসন্ধান অভিযান দ্বরা অনুপ্রানিত হয়ে থাকতে পারে । গ্রামীন রাজস্থানের মহিলাদের আজও এক ঘড়া পানীয় জলের জন্য দশ মাইল হাঁটতে হয় ।গ্রামের কুয়োর জল পানীয় হিসেবে ব্যাবহার করা যায়না অনেক জায়গায় । ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস এই কথাই বলে যে সুদুর অতীতে আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমভাগ এক প্রাচীন সমুদ্রের আগ্রাসনের জন্য জলের তলায় ছিল। কালের পরিবর্তনে যা আজ এক শুষ্ক মরুভূমিতে পরিনত ।লক্ষ বছর সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকার দরুণ রাজপুতানার অনেক জায়গায় কুয়োর জল পানীয় লবনাক্ত যা পানীয় জল হিসেবে হিসেবে ব্যাবহার করা যায়না ।

সুকুমার রায়ের অবাক জলপান নাটকের প্রথম দিকের কিছু মজার সংলাপ হয়ত অনেকেই জানেন। গ্রীষ্মকালের চাঁদিফাটা রোদে ভিন গায়ের এক পথিক সকাল থেকে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে কোথাও একটু পানীয় জল পাওয়া যায় কিনা দেখছে। জল তেষ্টায় ক্লান্ত পথিক ঝুড়িমাথায় এক বৃদ্ধ কে আসতে দেখে জিগেস করে একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন? বৃদ্ধ উত্তরে বলে জলপাই এখন কোথায় পাবেন! এতো জলপাই এর সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি। মজার ছলে লেখা এই কথাগুলো ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য হয়ত এক প্রচ্ছন্য সাবধানবাণী লুকিয়ে ছিল। সেই নিয়েই কিছু কথা বলবো। আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে প্রথম প্রানের সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্র জলের প্রোটোপ্লাসম এর একটি ফোঁটা থেকে। এটা প্রমানিত যে প্রানের বিবর্তন হয়েছিল জল থেকেই। প্রকৃতির কি বিচিত্র পরিহাস যে জল থেকে একদিন প্রানের সৃষ্টি হয়েছিল সেই জলের জন্যই একদিন কোটি কোটি প্রাণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের মত সাধারণ মানুষের মনে হতেই পারে যে স্কুলের ভূগোলের পাঠ্যবইয়ে পড়া পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ তো জল কথাটা কি সত্যি নয়? পৃথিবীর অনেক দেশে প্রাকৃতিক পানীয় জলের ভান্ডার অপ্রতুল বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ বিশেষ করে সৌদিআরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও ইজরায়েল ডিস্যেলিনেশন প্লান্টের ওপর নির্ভরশীল। ডিস্যেলিনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমুদ্রের নোনা জলকে পেয় জলে রপান্তরিত করা ব্যায়সাপেক্ষ ।

২০০৮ সালের ২১শে এপ্রিল সিএনএন তাদের নিউজ বুলেটিনে এক সংবাদ প্রকাশ করে বলে যে গ্রীনল্যান্ড এর বরফ ধীরে ধীরে গলতে শুরু করেছে। ঠিক তেমনিভাবে ২০০৯ সালের এক সন্ধায় বিবিসি চ্যানেলে সম্প্রচারিত এক সংবাদ আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল ভীষণভাবে। প্রতিবেদক বলছেন গ্রীনল্যান্ড এর মত চিরবরফের রাজ্যে হঠাৎই কিছু সবুজ ঘাসের ছোঁয়া দেখে ওখানকার লোকেরা আনন্দে উদ্বেল। এই দৃশ্য গ্রীনল্যান্ডবাসীর জন্য আনন্দের হলেও তা সমগ্র প্রথিবীর আগামী দিনের জন্য এক অশনি সংকেতের বার্তা নিয়ে এসেছিল। গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে তুন্দ্রা অঞ্চল বলে আর কিছু থাকবেনা । তুন্দ্রার ফুডচেন উধাও হয়ে যাবে একদিন যার ফলে তুন্দ্রার 'Biome' বা জীবাঞ্চল, সোজা কথায় বৈচিত্রময় প্রাণীজগত হারিয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে। তুন্দ্রাপ্রদেশের মেরুভালুক, ওয়ালরাস, রেইনডিয়ার, আর্কটিক উল্ফ, ও রংবেরঙের ফুল আর শোভা পাবেনা। গ্রীষ্মের শুরুতে তুন্দ্রা অঞ্চলের বরফ গলা শুরু হলে দক্ষিন থেকে বিভিন্ন প্রজাতির হাজার হাজার পাখি প্রজননের জন্য উত্তরমুখী তুন্দ্রায় পারি দেয়। তুন্দ্রা হলো

পক্ষীকুলর সামার ক্যাম্প । তুন্দ্রায় যদি না থাকে তাহলে হয়ত বিভিন্ন প্রজাতির পাখি একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুমেরু সাগর থেকে ল্যাবরাডোর কারেন্ট নামে এক শীতল সমুদ্রস্রোত গ্রীনল্যান্ড ও উত্তর এমেরিকার পূর্ব উপকুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই শীতল জলপ্রবাহ প্রচুর পরিমানে প্ল্যাঙ্কটন(জলজ উদ্ভিদ)সাথে নিয়ে আসে যা মাছের প্রিয় খাদ্য। সুমেরুর বরফ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলে এই সমুদ্রস্রোত আর প্রবাহিত হবেনা যার প্রভাবে পৃথিবীর এক বৃহতম ফিশিং গ্রাউন্ড 'দ্যা গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক' নিষ্ফলা হয়ে যাবে। আর্কটিক সার্কেল এর ক্রমাগত বরফহীন হয়ে যাবার দরুণ সামুদ্রিক পরিবহনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু এর ফলে তুন্দ্রা অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট যাবে যার ফল হবে এক মারাত্মক। এই অঞ্চলে বিশাল আকারের তৈলবাহী জাহাজের চলাচল উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৪শে মার্চ, ১৯৮৯ তারিখে আলাস্কার প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ড এ এক সুপার ট্যাঙ্কার এক্সন ভালডেজ থেকে ছড়িয়ে পড়া জালানি তেল এক পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। এই তেলবাহক জাহাজ থেকে প্রায় ২৬০,০০০ ব্যারেল তেল লিক করেছিল জ্জ এই অঞ্চলটি স্যামন, সামুদ্রিক ভোঁদড়, সীল ও সামুদ্রিক পাখির আবাস্থল হওয়াতে এদের ওপর মারাত্মক প্রভাব পরেছিল জ্জ প্রায় ২৫০,০০০ লক্ষ্য সামুদ্রিক পাখি, ২৮০০ সামুদ্রিক ভোঁদর, ৩০০ সীল, ২২টি কিলার হোয়েল এর প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল এক্সন ভালদেজ এর তিল নির্গমন জ্জ ২০০২ সালের নাসার এক উদ্বেকজনক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছিল যে এই শতাব্দীর শেষে সুমেরু সম্পূর্ণ বরফমুক্ত হয়ে যাবে হবে এক অশুভ দিনের সূচনা। যে প্রাণদায়নি গঙ্গা উত্তর ভারতকে সুজলা সুফলা করে রেখেছে সেই নদী সুদুর ভবিষ্যতে হয়ত হারিয়ে যাবে ফল্গুর মত। যে গঙ্গোত্রী হিমবাহ ভাগীরথী গঙ্গার উৎস তার অস্তিত্বই আজ সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। ভূতত্ত্ববিদরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে হাজার বছর আগে গঙ্গোত্রী হিমবাহের অবস্থান ৫০ কিলোমিটার দক্ষিনে ছিল। আজ থেকে ১০০ বছর বাদে ভাগীরথী গঙ্গার উৎস আরো উত্তরমুখী হবে। এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই জ্জ এই নিদারুন সংকটের জন্য মানবসমাজই দায়ী। প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যাহারের নিট ফল গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা উষ্ণায়ন যার ফলে হিমবাহগুলো হারিয়ে যাবে একদিন। আমাদের নদীমাত্রিক দেশে মরুভূমির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। গ্র্যান্ড টাইম স্কেলে এরকম পরিস্থিতি তৈরী হতে হয়ত লক্ষ বছর লেগে যাবে যা আগামী প্রজন্মদের জন্য হবে ভয়ঙ্কর। ২০১৫ সালে প্যারিসে জলবায়ু নিয়ে এক কনফারেন্সে পৃথিবীর তাবড় তাবড় জন প্রতিনিধিরা এটা মেনে নিয়েছিলেন যে সমগ্র পৃথিবীর এভারেজ তাপমাত্রা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রীর নিচে নামিয়ে না আনতে পারলে শেষের সেদিন হাতে চলেছে ভয়ংকর । সম্প্রতি ইউরোপিয়ান এজেন্সীর আবহাওয়া ও জলবায়ু গবেষণা সংস্থা কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস (সিসিএস) এর এক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে সমগ্র পৃথিবীর নিরিখে ২০২৫ এর জানুয়ারী- এপ্রিল মানব ইতিহাসের উষ্ণতম সময়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য শুধু সুমেরু নয় এন্টার্কটিকার বরফের প্রাচীর বিপদনক হারে গলতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম হিমশৈল, যার কোড নাম A২৩A যা নাকি আকারে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র মালটা থেকে পাঁচগুন বড় এন্টার্কটিকা থেকে উত্তরমুখী যাত্রা শুরু করেছে। আগামী প্রজন্ম এক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। এই হিমশৈল সম্পূর্ণ গলে গেলে সমুদ্রের জলস্তরের যে বৃদ্ধি পাবে তাতে কিছু পলিনেশিয়ান দ্বীপরাষ্ট্রের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পরবে। ফিজি, কিরিবাতি, টুভালু, ভানুয়াতু, মার্শাল, সলোমন প্রভৃতি দ্বীপরাষ্ট্র একদিন সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে অ্যাটলান্টিস এর মত। দ্বীপগুলো হারিয়ে যাবার অবস্থায় এলে ইউনাইটেড নেশনসকে এইসব এনভায়রনমেন্টনল বা পরিবেশগত উদ্বাস্তুদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য ও জীবিকার ব্যাবস্থা করতে হবে। মহাপ্লাবনের সময় মনু বা নোয়ার গল্প আমরা জানি যখন ঈশ্বরের আদেশে নোয়া এক বিশাল পোতৈরী করে পরিবার সদস্য ও অনেক জীবজন্তুকে নিয়ে ১৫০ দিন ভেসে বেরিয়েছিলেন। বাইবেলের এই গল্প আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে কঠিন পরিস্থিতির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণই মানবসমাজের বাঁচার একমাত্র পথ। এখনো সময় আছে পানীয় জলের সংরক্ষণ ও অপচয় বন্ধ করার কথা একটু ভাবতে হবে আমাদের। নাহলে অবাক জলপানের সেই পথিকের মতন এক ফোঁটা জলের জন্য হেঁটে যেতে হবে অনন্তকাল।

লেখক শিলং সেন্ট এডমান্ডস কলেজের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টর প্রাক্তন প্রধান।

সময়ের দাবি: বালুচিস্তানকে স্বীকৃতি দিক ভারত

গৌতম মণ্ডল

ভারত পাকিস্তানের সংঘাতের আবহকে কাজে লাগিয়ে গত ৯ মে বালচিস্তান লিবারেশন আর্মিসহ আরও কয়েকটি সশস্ত্র সংগঠন বালুচিস্তানকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে দাবি করে। বিশিষ্ট বালুচ লেখক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুখ মীর ইয়াব বালোচ সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করেছেন: Balochistan gained independence from pakistan। শুধু তিনি ঘোষণাই করেছেন, তা নয়, বালুচিস্তানকে একটা স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি চেয়ে ভারত এবং রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। দিল্লিতে তাঁদের দূতাবাস খোলারও অনুমতি চেয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই স্বাধীনতাকামী বালুচদের। কেউ কেউ ভারতীয় গণমাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবীদের জানিয়েছেন, তাঁরা পাকিস্তানি। নন, তাঁরা বালুচ এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয়দের বন্ধু। তাঁদের এই লড়াইয়ে তাঁরা ভারতীয়দের সমর্থন চান।

এখন প্রশ্ন, ভারত কী করবে? করা উচিত? এর উত্তরে আমরা যেতে চাইব - ঠিকই, কিন্তু আমরা বালুচদের ইতিহাস ও পাশাপাশি একটু ভুগোলও জেনে নিতে চাইব। বালুচিস্তান দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তানের বৃহত্তম এই প্রদেশটির আয়তন ৩, ৪৭,১৯০ বর্গকিলোমিটার এবং এটি। পাকিস্তানের মোট আয়তনের প্রায় ৪৮ শতাংশ । বালুচ জাতির লোকদের নামে এই অঞ্চলটির নামকরণ করা হয়েছে। এটি উত্তর-পূর্বে খাইবার পাখতুনখোয়া, পূর্বে পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ-পূর্বে সিন্ধু পাকিস্তানের প্রদেশগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ। পশ্চিমে এবং উত্তরে আফগানিস্তানের সঙ্গে আন্তজাতিক সীমানা ভাগ করে এবং দক্ষিণে আরব সাগর দ্বারা আবদ্ধ। এখানের। মানুষদের ভাষ্য প্রধানত বেলুচি, পুশতু এবং সিন্ধি। বালুচিস্তানের জনঘনত্ব খুব কম তবে মোট জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ ভ্রমণ, বাণিজ্য ও যুদ্ধবিজয়ের সূত্রে বালুচিস্তানে * এসেছেন। গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোদোতুস * এবং গ্রিক ভূগোলবিদ হ্রাবো তাঁদের রচনায় বালুচিস্তানের উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এই অঞ্চলটিকে গেদ্রোসিয়া হিসেবে জানতেন। ম্যাসিডোনিয়ার প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট আলেকজান্ডার ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বালুচিস্তান ও সংলগ্ন এলাকা বিজয় করেন। তবে এই বিজয়, বলা বলা বাহুল্য, খুব সহজে হয়নি। পরবর্তী শতকগুলিতে অঞ্চলটি পারস্য কিংবা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন শাসকের অধীন ছিল। সপ্তম শতকে আরবেরা বালুচিস্তান দখল করে। এরপর যথাক্রমে গাজনাভিদ, গোরি এবং মঙ্গোলেরা অঞ্চলটি শাসন করে। ১৬৬৬ সাল থেকে বেশ কিছুদিন বালুচিস্তান কালাত খানাতরা বংশপরম্পরায় এই দেশটি শাসন করেছে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন নাসির খান। তাঁর সময়ে বালুচিস্তানের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়েছে তা নয়, বালুচ সাম্রাজ্যের সীমানাও বেড়েছে। পরবর্তীকালে কিছুদিন এলাকাটি মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পরে আবার এটি পারস্যের অধীনে আসে।

উনিশশো শতকের শুরুর দিকে বালুচিস্তান ব্রিটিশশাসিত ভারতের রাজনৈতিক প্রভাবের অধীন হয়। সেই সময় আঞ্চলিক শাসকেরা অঞ্চলটি শাসন করতেন। ১৮৭৭ সালে পাঁচটি জেলা নিয়ে ব্রিটিশ ভারতের বেলুচিস্তান প্রদেশ গঠন করা হয়। তবে এই অঞ্চল দখল খুব সহজে হয়নি।

মূলত সুন্নি মুসলমান হলেও মহম্মদজাই, ভিটান্নিস, শিনোয়ারি, আফ্রিদি, মোহমদ, ওয়াজিরি, মাসুদ প্রভৃতি উপজাতিতে তাঁরা বিভক্ত, তবে তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় সামাজিক প্রথা 'পাখতুনওয়ালি"। উপজাতিগুলির প্রধান গুণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। সীমান্ত প্রদেশগুলির মানুষের জননায়ক ছিলেন সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফর খান। ভারতবর্ষের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব থাকলেও বালুচরা নিজেদের ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহক ভাবতেই অধিক পছন্দ করতেন। ১৯২৮ সালের মে মাসে গফফর খান পাখতু ভাষায় নেহরু বালুচিস্তানকে ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। জিন্নাও এব্যাপারে প্রথমদিকে উৎসাহ দেখাননি। ফলে একটা অংশ ব্রিটিশদের কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রায় ২২৫ দিন স্বশাসিত ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ২০ মার্চ পাকিস্তান অবশিষ্ট বালুচিস্তান দখল করে বসল। তৎকালীন সময়ে বালুচ নেতৃত্বের কাছে জিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বালুচদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁরা কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কিছুদিনের ভেতরেই বেরিয়ে আসে পাকিস্তানের দাঁত ও নখ। বালুচিস্তান খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ একটি প্রদেশ। পাকিস্তান সরকারের আয়ের একটা বড় উৎস ছিল বালুচিস্তান। কিন্তু বাজেটে সবচাইতে কম অর্থ বরাদ্দ হয় এই প্রদেশটির জন্য। আর এই প্রদেশটা যেহেতু পার্বত্যময়, সেহেতু চাষবাসও হয় কম। ফলে বালুচদের কাছে দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। বালুচরা যেহেতু উগ্র ইসলামিক ও পাকিস্তানপন্থী নন সেহেতু তাঁদের প্রতি নেমে আসে অবর্ণনীয় অত্যাচার, খুন, অপহরণ। হাজার হাজার বালুচ মহিলাকে ধর্ষণ। বালুচদের মতামতকে কোনোরকম তোয়াক্কা না করে চিন-পাকিস্তান করিডর নির্মাণ করা হচ্ছে বালুচিস্তানের উপর দিয়ে। বালুচিস্তান মনে করে এটা বালুচিস্তানের সার্বভৌমত্বের উপর একটা আঘাত। এছাড়া গোটা বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের একমাত্র পরিচয়, এটি একটি জঙ্গি রাষ্ট্র। একজন বালুচ নিজে এসব কাজে যুক্ত নন, এমনকী পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিও তাঁদের কোনো অনুরাগ নেই। অথচ পাকিস্তানের প্রতি সমগ্র বিশ্বের যে ঘৃণা তা একজন বালুচকেও সহ্য করতে হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই বালুচদের মধ্যে শুরু হয় বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমন করতে পাকিস্তান শুরু করে দমনমূলক আচরণ। তবে বিগত দুই দশক ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সমগ্র বালুচিস্তানজুড়ে সর্বাত্মক ও চরম আকার নেয়। তাঁদের আক্রমণের শিকার হয় মূলত পাকিস্তানের সেনা ও পুলিশ। এই মুহূর্তে যা অবস্থা, তাতে বালুচিস্তানের ৭০ শতাংশ অংশ পাকিস্তানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত। সর্বত্র উড়ছে স্বাধীন বালুচিস্তানের পতাকা। বালুচরা গাইছে তাঁদের জাতীয় সংগীত: "মা চোখি বালুজানি"। গানের ভিতর দিয়ে তাঁরা ঘোষণা করছেন। "নিপীড়নের দিন চিরতরে গিয়েছে চলে!! আমরা অসহায় দরিদ্রের রক্ষক, সন্ত্রাসের দুর্গ ধ্বংসকারী/ আমরা বালোচের সন্তান।। আমরা বালোচের সন্তান।"

বালুচদের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কয়েকদিনের নয়, কয়েক সহজ বছরের। তাঁরা কখনই আমাদের শত্রু তো ভাবেইনি বরং উপযাচক হয়ে বলে এসেছেন তাঁরা ভারতবর্ষের বহুত্বকে বহন করে চলেছেন। এহেন একটি ভূখণ্ডের পাশে রাষ্ট্র হিসেবে ভারত এই মুহূর্তে কী করবে? উদাসীন থাকবে?

মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান আমাদের এমনই একটি প্রতিবেশী দেশ যার একটিই কাজ, জঙ্গি সরবরাহ করা। আর এইসব জঙ্গিদের নিশ্চয়ই বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ সরবরাহ করার কাজে ব্যবহার করা হয় না, নিশ্চিতভাবেই এদেরকে দিয়ে ভারতকে ক্ষত বিক্ষত করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এইরকম মারাত্মক বিপজ্জনক একটি রাষ্ট্রকে জব্দ করার একটাই উপায়, একে দুর্বল করে দেওয়া। আর একটা সুযোগ যখন এসেছে তখন আমেরিকা নাক গলানোর আগেই আমাদের উচিত ব্যবস্থা নেওয়া। কীভাবে? নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দেশের বাইরে থেকে সিঙ্গাপুরে বসে একটা ভারত সরকার গঠন করেছিলেন, আজাদ হিন্দ সরকার, সেই সরকারকেও কিন্তু তৎকালীন সময়ে স্বীকৃতি দিয়েছিল বিশ্বের ন'টি দেশ। আমাদের কাছেও সম্ভবত বহু বছর পরে একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, খুব দ্রুত বালুচিস্তানকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এর ফলে বালুচদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন যেমন বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা ভূমিকা রাখতে পারব, তেমনি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিও অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দেশের বাইরে থেকে সিঙ্গাপুরে বসে একটা ভারত সরকার গঠন করেছিলেন, আজাদ হিন্দ সরকার, সেই সরকারকেও কিন্তু তৎকালীন সময়ে স্বীকৃতি দিয়েছিল বিশ্বের ন'টি দেশ। আমাদের কাছেও সম্ভবত বহু বছর পরে একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, খুব দ্রুত বালুচিস্তানকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এর ফলে বালুচদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন যেমন বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা ভূমিকা রাখতে পারব, তেমনি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিও অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়বে।

"পাখতুন" পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করেন। সেখানে স্বাধীনচেতা মানসিকতার পাশাপাশি ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে জাতিসত্তা বিকাশের চর্চা হত। সেই সময় খিলাফত আন্দোলন চলছে। কিন্তু একটা সময়ের পরে খিলাফত সম্মেলন থেকে সমর্থন তুলে নিলেন তাঁরা। পরের বছরই সীমান্ত গান্ধী গড়ে তোলেন পাখতুনদের শক্তিশালী গণ সংগঠন "খুদা ই-খিদমতগার"। যার মূলমন্ত্র ছিল। অহিংসাকে প্রতিষ্ঠিত করতেও অস্ত্রের প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে স্বাধীনচেতা উপজাতির মানুষ এই মন্ত্রেই বিশ্বাস রাখেন। রুশ, তালিবান থেকে ব্রিটিশ, যারাই আসুক না কেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সীমিত শক্তি নিয়ে কখনই তাঁরা স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেননি। গফফর খানের "খুদা-ই-খিদমতগার" সংস্থার অধীনে লালকোর্তা বাহিনী অখণ্ড ভারতেরই অংশ হিসেবে নিজেদের মনে করতেন। জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে বারংবার সেই চিন্তা ব্যক্ত করেছেন তারা। কলকাতার এলগিন রোডের বাসভবন থেকে মহানিষ্ক্রমণ করার পর গোমো থেকে পেশোয়ারে এসেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি মহম্মদ জিয়াউদ্দিন ছদ্মনামে সহচর আবিদ খানকে সঙ্গে নিয়ে এইসব অঞ্চলেও গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে খুব জনপ্রিয়ও ছিলেন। শোনা যায়, শিক্ষিত বালুচ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে আজও তিনি জনপ্রিয়। ১৯৪৭ সালে যখন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এল, সেসময়, ১৭ মে মাউন্টব্যাটেন সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। গান্ধীজিকে সেসময় তাঁরই মন্ত্রে দীক্ষিত সীমান্ত গান্ধী গফফর খান বলেন, মহাত্মাজি, আপনারা এখন থেকে আমাদের পাকিস্তানি বলবেন? কংগ্রেসকেই তো আমরা আমাদের মঞ্চ মেনেছি, ভারতবর্ষ তো আম

বুধবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় খুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় একযোগে কাজের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৪ জুন : ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ আজ নয়াদিল্লিতে অস্ট্রেলিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড মার্লেস-এর সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে উভয় দেশের মন্ত্রীই সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের পাহেলগামে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ভারতের সীমান্ত-পার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার তুলে ধরে বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল সংযত, দায়িত্বশীল ও যথাযথ। উভয় পক্ষই সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

বৈঠকে অস্ট্রেলিয়া-ভারত যৌথ গবেষণা প্রকল্পে স্বাক্ষরকে স্বাগত জানানো হয় এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে আরও বিস্তৃত ও গভীর সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। চলতি বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় ভারত-অস্ট্রেলিয়া ২২ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকল্প নিয়ে আরও আলোচনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি, বৈঠকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, সাইবার ও নতুন প্রযুক্তি, জলসীমা নিরাপত্তা, হাইড্রোগ্রাফি এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের পাঁচ বছর পূর্তিতে উভয় দেশ সন্তোষ প্রকাশ করে এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করে। উভয় দেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মুক্ত ও মুক্ত অভিগম্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল নির্বাচনে লেবার পার্টির জয় এবং রিচার্ড মার্লেসের পুনঃনিযুক্তি উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

এর আগে, উপ-প্রধানমন্ত্রী মার্লেস ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে শহীদ বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ম্যানেকশ শাহ সেন্টারে আলোচনা শুরু হওয়ার আগে তাঁকে ত্রি-সেনা গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, রিচার্ড মার্লেস তাঁর পুনঃনিযুক্তির পর ৩ ও ৪ জুন ভারতে সরকারি সফরে এসেছেন, যা তাঁর প্রথম ভারত সফর। এই সফরের মাধ্যমে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর হবে বলে দুই পক্ষই আশাবাদী।

TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION
PANDIT NEHRU COMPLEX, GORKHABASTI P.O.: Kunjaban, Agartala, Tripura, PIN: 799006 Email: tbsesecretary@gmail.com
No. F. 29(1)/LETT/EXAM/TBSE/2018/26 Dated Agartala, the 4th June, 2025.
HIGHER SECONDARY (+2 Stage) EXAMINATION
BACHHAR BACHAO EXAMINATION, 2025
CLASS-XII DATE SHEET.

DATE	DAY		SUBJECT (S)	SUBJECT CODE	TIME
30.06.2025	Monday	1.	English	8010	12 Noon to 3.15 p.m
01.07.2025	Tuesday	1.	Bengali	8003	12 Noon to 3.15 p.m.
		2.	Hindi	8012	
		3.	Kokborok	8014	
		4.	Mizo	8016	
02.07.2025	Wednesday	1.	Chemistry	8006	12 Noon to 3.15 p.m.
		2.	Political Science	8020	
04.07.2025	Friday	1.	Business Studies	8005	12 Noon to 3.15 p.m.
		2.	Education	8009	
		3.	Physics	8019	
05.07.2025	Saturday	1.	Accountancy	8001	12 Noon to 3.15 p.m.
		2.	Biology	8004	
		3.	History	8013	
07.07.2025	Monday	1.	Mathematics	8015	12 Noon to 3.15 p.m.
		2.	Philosophy	8018	
		3.	Psychology	8021	
		4.	Geography	8011	
		5.	Economics	8008	
		6.	Sanskrit	8022	

ICA/D-326/25

(Dr. Dulal Dey)
Secretary

PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 35, 36, 37 & 38 /EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 Dt. 30/05/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 21/06/2025 & 13/06/2025 at 3.00 P.M.

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Major repairing of Dharmanagar Govt Girls HS School under Dharmanagar MC, North Tripura during the year 2023-24. DNeT No 15/EE/ENGG CELL/DSE/2025-26	Rs. 47,00,000.00	Rs. 9,400.00	1 Month	20/06/2025 Up to15.00 Hrs	21/06/2025 Hrs on11. 00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of Biology Lab, Science Lab and Library Room at Dharmanagar Govt. Girls HS School, Dharmanagar, North Tripura for 2023-24 PM SHRI. NeT No 16/EE/ENGG CELL/DSE/2025-26	Rs. 69,37,510.00	Rs.1,38,750.00	08 Months			https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	Construction of 01 unit Computer Lab along with staircase at Amarabagar High School, Hrishyamukh, South Tripura for the year 2023-24 under PM SHRI. DNeT No 17/EE/ENGG CELL/DSE/2025-26	Rs. 29,00,000.00	Rs. 41,500.00	04 Months			https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4	4th call for Repairing/Renovation at Shishu Bh. No. 2 Chandranagar SB, South Kamura SB, Teliamura JB and Hrangsa SB School under Sopahijala for post Flood Mic. and Renovation work for the year 2024-25 DNeT No 16/EE/ENGG CELL/DSE/2024-25	Rs. 13,33,219.00	Rs.66,661.00	15 days	13/06/2025 Hrs up to 3.00	16/06/2025 Hrs up to 3.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until \the time of Bid closing as mentioned above.
No. F. 17 (13-226/SE/ENGG/2025-26/ 1267-70
ICA/C-849/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

PNIT No.: 03/EE/WRID/AGT/2025-26, Dated 21/05/2025

The Executive Engineer, W.R Investigation Division, PWD(WR), Kunjaban, Agartala, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentagerate e-tenderin singlebid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work having experience in similar nature of work:-

SL. NO.	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	02/EE/WRID/AGT/2025-26	₹. 23,39,760.00	₹. 46,795.00	06(six) Months
2.	03/EE/WRID/AGT/2025-26	₹. 1,16,988.00	₹. 2,340.00	06(six) Months
3.	04/EE/WRID/AGT/2025-26	₹. 18,13,314.00	₹. 36,266.00	06(six) Months
4.	05/EE/WRID/AGT/2025-26	₹. 18,13,314.00	₹. 36,266.00	06(six) Months
5.	06/EE/WRID/AGT/2025-26	₹. 12,86,868.00	₹. 25,737.00	06(six) Months

LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING: Up to 3.00 P.M. on 11/06/2025 TIME AND DATE OF OPENING OF BID/TECHNICAL BID :At 4.00 PM on 11/06/2025(if possible) Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portalhttps://tripuratenders.gov.in.
Memo No F. 1(14)/EE/WRID/TECH/2018/525-60 Dated, 21/05/2025
ICA/C/858/25

ExecutiveEngineer
W.R Investigation Division, PWD(WR), Kunjaban, Agartala, Tripura.

নিট পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় মধ্যপ্রদেশে আত্মহত্যা, পিতার লাইসেন্সধারী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে প্রাণ দিলেন ছাত্র

ভোপাল, ৪ জুন: মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের মহারাজপুরা থানা এলাকায় এক ১৮ বছর বয়সি নিট (ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট) পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, ফল প্রকাশের পর পরীক্ষায় প্রত্যাশিত নম্বর না পাওয়ায় মানসিক চাপে পড়ে তিনি এই চরম পদক্ষেপ নেন। মৃত ছাত্র, নিখিল প্রতাপ সিং, তার পিতার লাইসেন্সধারী রিভলভার দিয়ে নিজের ওপর গুলি চালান। তার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী।তদন্তকারী অফিসার ধর্মেন্দ্র যাদব জানান, "সন্ধ্যা ৭টার দিকে উত্তরপত্র প্রকাশিত হয়। তখন নিখিলের বাবা তাকে নম্বর জানতে চান। নিখিল তখন স্পষ্টতই অস্বস্তিতে পড়ে যায় এবং চুপচাপ হয়ে যায়।জবাব না পেয়ে তার বাবা নিজেই নিচে গিয়ে ফলাফল দেখতে যান। সেই সময় নিখিল উপরে বাবার ঘরে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে নিজেকে গুলি করে।"বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারী অফিসার আরও জানান, এই তরুণ দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষার চাপ অনুভব করছিলেন এবং নিজের ফলাফল নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। যদিও ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড

মিজোরামে প্রবল বৃষ্টিপাতে ভূমিধস ও বন্যা সরকার জারি করল সফর নিষেধাজ্ঞা, মৃত ৫

আইজল, ৪ জুন: মিজোরামে গত ২৪ মে থেকে টানা বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক ভূমিধস, কাদাপতন ও আকস্মিক বন্যার কারণে রাজ্য সরকার আগামী ১৩ জুন পর্যন্ত কেন্দ্র ও রাজ্যের সব স্তরের সরকারি প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের রাজ্যে সফর না করার পরামর্শ দিয়েছে।

সরকারের জারি করা এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "এই নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তার স্বার্থে এবং ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য জারি করা হয়েছে।"

জেলা প্রশাসন ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারদের নেতৃত্বে ২৪ ঘণ্টা উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সম্পূর্ণ মনোযোগ দুর্যোগ মোকাবিলার দিকে রাখতে সফর সংক্রান্ত প্রটোকল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত জনবল বা সম্পদ বরাদ্দ সম্ভব নয় বলেও নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

মিজোরামে টানা বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগের প্রভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে ৩ জন মায়ানমার শরণার্থী। গত ১১ দিনে মোট ৬২৬টি ভূমিধসের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। এছাড়াও ১৭৬টি বাড়ি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভেঙে পড়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিধস বা মাটির ফাটলের কারণে ২৪৭টি পরিবার তাদের বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং বন্যার কারণে আরও ১১৯টি পরিবার ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হল পূর্ব মিজোরামের চাম্পাই, যেখানে সর্বাধিক ২০৯টি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এরপরেই রয়েছে সেরছিপ জেলা, যেখানে ১৩৬টি ভূমিধস, ৪৫টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এবং ১৮৫টি বাড়ি পরিত্যক্ত হয়েছে। খাওজল জেলায় ৭৫টি ভূমিধস হয়েছে এবং দক্ষিণ মিজোরামের সিয়াহা জেলায় ২৯টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত ও ২৩টি বাড়ি পরিত্যক্ত হয়েছে।

এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মোট ২৮০টি স্থানে পাথরের ব্লকেজ রিপোর্ট করা হয়েছে, যা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। রাজ্য জনপথ বিভাগ জানিয়েছে, তারা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার কাজ করছে যাতে যাত্রীদের চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করা যায়।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দিনগুলোতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, রাজ্য সরকার সব ধরণের সফর এড়াতে এবং প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসনে মনোনিবেশ করতে অনুরোধ করেছে। সরকারি সফর পুনর্বিবেচনার জন্য আগামী ১৩ জুন পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২৭ সালের ন্যাশনাল গেমসের প্রস্তুতি: মেঘালয়ে প্রথমবারের মতো সেলিং ইয়ট "মেঘালিনর"-এর উদ্বোধন

শিলং, ৪ জুন: ২০২৭ সালে আসন্ন ন্যাশনাল গেমসকে কেন্দ্র করে ক্রীড়া পরিকাঠামো ও জলক্রীড়া ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিতে মেঘালয়ে প্রথম সেলিং ইয়ট 'মেঘালিনর'-এর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। মঙ্গলবার শিলং থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত উমিয়াম হ্রদে এই ইয়টের যাত্রা শুরু হয়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে মেঘালয় সরকার রাজ্যের পর্যটন খাতে নতুন দিগন্ত খুলতে চাইছে। জীবন্ত মূলের সেতু এবং গুহার জন্য খ্যাত মেঘালয় এবার জলকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতামূলক পর্যটনের দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম "এক্স"-এ বলেন, "এই প্রকল্প রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের এক নতুন ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা দেবে পর্যটকদের।"

তিনি আরও জানান, এই পদক্ষেপ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে সমন্বিত পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। এই উদ্যোগে অন্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে মিলিতভাবে পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ প্যাকেজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে ভ্রমণকারীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সংস্কৃতিকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

মেঘালয়ে বর্তমানে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। ২০২৭ সালে ন্যাশনাল গেমস আয়োজনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে উমিয়াম হ্রদকে জলক্রীড়ার কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজ্যের খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক জাতীয় সাফল্য সরকারের ক্রীড়া উন্নয়নে বিনিয়োগে উৎসাহ জুগিয়েছে।

পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, মেঘালয়ের জলক্রীড়া ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম আগামী দিনে রাজ্যের পর্যটন শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এই প্রয়াস রাজ্যের ইকো-ট্যুরিজমকেও শক্তিশালী করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে একসাথে কাজ করে একটি গতিশীল পর্যটন সার্কিট গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, যাতে পর্যটকরা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন।"

সিকিমের সাংসদ ইন্দ্রা হ্যাং সুব্বা এফসিআই পরামর্শদাতা কমিটির সভাপতি নিযুক্ত, মুখ্যমন্ত্রী তামাংয়ের অভিনন্দন

গ্যাংটক, ৪ জুন: সিকিমের জন্য এক গর্বের মুহূর্তলোকসভা সাংসদ ইন্দ্রা হ্যাং সুব্বাকে ভারতীয় খাদ্য নিগমের সিকিম রাজ্যের পরামর্শদাতা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই ঘোষণা উপলক্ষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিএস তামাং (গোলেকে) সাংসদ সুব্বাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এই নিয়োগকে সিকিমের খাদ্য নিরাপত্তা ও জাতীয় পর্যায়ে রাজ্যের স্বার্থ তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, "সিকিম রাজ্যের জন্য এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে মাননীয় লোকসভা সাংসদ শ্রী ইন্দ্রা হ্যাং সুব্বা এফসিআই-এর সিকিম পরামর্শদাতা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। আমি তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সফলতার কামনা জানাই।"

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের দায়িত্বপ্রাপ্তি শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধিদের মনোবল বৃদ্ধি করে না, বরং কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সিকিমের মতো ছোট রাজ্যের কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। মুখ্যমন্ত্রী তামাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রীর প্রতি, যিনি এই সুযোগ সিকিমকে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, "এই নিযুক্তির জন্য আমরা মাননীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। ইন্দ্রা হ্যাং সুব্বার এই নতুন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সিকিম এবং দেশের সেবা আরও সুসংগঠিত হবে।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতীয় খাদ্য নিগম দেশের খাদ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-07/EE/RDUD/G/2025-26 DATED-03/06/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 13/06/2025 for the following work-

1. CONSTRUCTION OF OPEN AIR STAGE FOR CULTURAL ACTIVITIES NEAR WALIATILLA KALI BARI AT ICHACHERRA GP UNDER KAKRABAN R D BLOCK. (SOR-2023)
2. Construction of 3 (Three) units Market Stall near DM's Office Complex beside Court Road at Udaipur, Gomati District.
3. Repairing of District TB Unit of Udaipur located Tripura sundari SDH, udaipur, Gomati District. (SOR-2023)
4. Maintenance work at Mahadev Bari Temple under UMC. Udaipur.
5. Mtc.of School Building of Chhota Gongrai S.B School under North Baramura VC of Killa R.D Block.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/862/25

Executive Engineer
R.D Udaipur Division Gomati District,Tripura.

DIRECT RATE OF HEALTH SERVICES
Expression of Interest (EOI)
No.F.5-II(1)/Store/Med(PMBJP)/DHS/2025-26
Date 03.../05/2025

Expression of Interest (EOI) for opening of Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadi Kendras(PMBJKS) in the State of Tripura for the year 2025-26.

An Expression of Interest (EOI) hereby is invited by the Director of Health Services, Government of Tripura, Agartala (on behalf of the Governor of Tripura) from Registered Pharmacist having valid registration certificate of Tripura State Pharmacy Council or Individual entrepreneur and NGO/SHG/ Government Co-operative Societies for opening and running Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Kendras (PMBJKS) in the State of Tripura for the year 2025-26.

The details of Expression of Interest (EOI) are made available on website (www.health.tripura.gov.in).

The last date and time of submission of the Expression of Interest (EOI) documents is on 26/06/2025 up to 4:00 pm.

All future modification/corrigendum shall be made available in the departmental website www.health.tripura.gov.in and in the newspaper only, So bidders are requested to get the update themselves from the website of the Department (www.health.tripura.gov.in) and Newspaper.

ICA/C/853/25

Director of Health Services Govt. Tripura, Agartala

Pradhan Mantri Janjati Adivasi Maha Abhiyan (PM-JANMAN)
e-Procurement Notice
PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:- 05/EO/TRRDA/2025-26 date: 27/05/2025

The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system for new connectivity of road under PM-JANMAN in the district of Gomati for 01 number of package (1 road work in the package) with estimated cost of Rs 74.44 lakh and in the district of North Tripura for 01 number of package (06 roads in the package) with estimated cost of Rs 1998.02 lakh, including performance based maintenance for five years from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway / Other State PWD/ Central & State Public Sector undertakings*.

Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 27/05/2025 (dd/mm/yyyy).

Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmgsytenderstrp.gov.in. The bidder would be required to register in the web- site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmgsytenders.gov.in.

Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAS can use the same in this tender.

Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement: 30/06/2025 upto 1500 HRS.

For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in

ICA/C/ 846/25

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block,2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

বুধবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি দলের কর্মকর্তারা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হেঁশেলে থাকা মশলায় গলবে শরীরের মেদ

শরীরে অতিরিক্ত ওজন হলে নানা রোগ থাবা বসায়। যার ফলে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টজনিত সমস্যা দেখা দেয়। তাই শুধু ফিট থাকার জন্য নয়, সুস্থ থাকার জন্যও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। জেনে নেওয়া যাক কোন কোন মশলা ওজন কমাতে সাহায্য করে।

ভারতের বেশিরভাগ বাড়ির সদস্যরা মশলাদার খাবার খুব পছন্দ করে। দেশের প্রতিটি শহর, গ্রামে এক একটা আলাদা স্বাদ এবং ঐতিহ্যবাহী খাবার পাওয়া যায়। আর সবকিছুর মধ্যে যদি কিছু মিল থাকে তা হল মশলা। রান্নার পদ্ধতি আলাদা হলেও বেশিরভাগ মশলাই ব্যবহার করা হয় প্রত্যেকের রান্নাঘরে। গোলমরিচ থেকে শুরু করে লবঙ্গ, প্রত্যেক মশলা আলাদা আলাদা গুণে সমৃদ্ধ। ওজন কমানোর জন্য মেটাবলিজম রেট ভালো থাকা প্রয়োজন। কিছু মশলার জল পান করলে এক্ষেত্রে সাহায্য হতে পারে।

শরীরে অতিরিক্ত ওজন হলে নানা রোগ থাবা বসায়। যার ফলে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টজনিত সমস্যা দেখা দেয়। তাই শুধু ফিট থাকার জন্য নয়, সুস্থ থাকার জন্যও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। জেনে নেওয়া যাক কোন কোন মশলা ওজন কমাতে সাহায্য করে।

জিরে জল — সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর জিরে জল পান করা ওজন কমানোর জন্য উপকারী। গ্ল্যামারাস ও ফিট অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা জিরে জল পান করেন। আধা চা চামচ জিরে সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে তা সিদ্ধ করুন। সেটি ছেঁকে নিয়ে ঈষদুষ্ণ গরম জলে মিশিয়ে পান করুন। মেথি বীজের জল — সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে মেথি বীজের জল পান করলে ওজন কমে। এটি রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে। এবং ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

দারুচিনি জল — ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে দারুচিনি জল পান করতে পারেন। দারুচিনি ভালো করে জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। এরপর তা হালকা গরম থাকাকালীন তা পান করতে হবে। এতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। যা ওজন কমাতে সাহায্য করে।

মৌরির জল — গরমের সময় ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে মৌরির জল পান করা উচিত। যা হজমেও সাহায্য করবে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটির সমস্যা রয়েছে, মর্নিং সিকনেস (সকালে বমি বমি ভাব ও বমি হয়) তাদের জন্যও মৌরির জল উপকারী।

চিনেবাদাম কিন্তু বেশি খাওয়া বিপজ্জনক কেন?

খিদে পেলে এমন কিছু খেতে হবে, যা শরীরের জন্য ভাল। কিন্তু রোজ পুষ্টিকর খাবার কিনে খেতে গেলে তো পকেটে টান পড়বে। তার চেয়ে বরং কয়েক মুঠো চিনেবাদাম খাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, কোনও কিছুই বেশি খাওয়া ভাল নয়। চিনেবাদাম এমনিতে পুষ্টিকর। স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, নানা রকম খনিজ রয়েছে এই বাদামে।

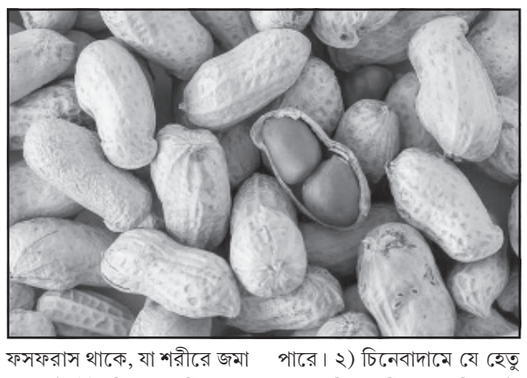

প্রোটিনও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। তা সত্ত্বেও বাদাম খাওয়ার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলেই বিপদ ঘটতে পারে।

বেশি চিনেবাদাম খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

১) চিনেবাদামে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকে, যা শরীরে জমা হয় ফাইটেট হিসাবে। কিন্তু খুব বেশি ফাইটেট শরীরে গেলে আবার তা আয়রন, জিঙ্ক, ক্যালশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজের মতো কিছু জরুরি খনিজ শোষণে বাধা দেয়। দীর্ঘ দিন এ ভাবে চললে শরীরে জরুরি পুষ্টির অভাব হতে পারে। ২) চিনেবাদামে যে হেতু ক্যালোরির পরিমাণ বেশি, তাই চটজলদি শক্তি জোগান দেওয়ার জন্য এই খাবার ভাল। দামেও সস্তা। বেশি খেলে ওজন বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

৩) বাজার থেকে কেনা চিনেবাদামের বেশির ভাগ প্যাকেটেই বাদামের সঙ্গে ভাল মাত্রায় নুন মেশানো থাকে। রোজ এই নুন মেশানো বাদাম খেতে শুরু করলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এ থেকে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিও তৈরি হয়। ৪) অনেকের বাদাম খেলে ত্বকে অ্যালার্জি হয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফুলে, লাল হয়ে চুলকাতে শুরু করে। তাই বাদাম খাওয়ার আগে বুঝে নিতে হবে, আপনার তেমন কোনও সমস্যা আছে কি না।

কতটা বাদাম এক দিনে খাওয়া উচিত? সারা দিনে এক মুঠো বাদামই যথেষ্ট। পিনাট বাটার খেলেও দিনে দুই টেবিল চামচের বেশি খাওয়া উচিত নয়।

ডিমের খোসা দিয়েই তৈরি করুন ফেসপ্যাক

ডিমের খোসা দিয়ে ফেসপ্যাকও ত্বকের থেকে বলিরেখা দূর করতে। ত্বককে সতেজ রাখতে। বিশেষ করে শুষ্ক ত্বকে জেল্লা ফেরাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

ডিম বাদ দিন, এবার খোসা দিয়েই তৈরি করুন ফেসপ্যাক

রূপচর্চায় ডিম দারুণ কাজ করে, এ তো মোটামুটি সবার জানাই আছে। কিন্তু ডিমের খোসা দিয়ে ফেসপ্যাকও ত্বকের থেকে বলিরেখা দূর করতে। ত্বককে সতেজ রাখতে। বিশেষ করে শুষ্ক ত্বকে জেল্লা ফেরাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

কীভাবে তৈরি করবেন এই ফেসপ্যাক?

ডিমের খোসা নিন। কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে গুঁড়ো করে নিন। এরপর এর মধ্যে ডিমের কুসুম মিশিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এরপর কিছু পরিমাণ বেসন দিন। একটু মধু, অল্প হলুদ ব্যবহার করুন। এবার সব কটা মিশিয়ে নিয়ে একটি ফেসপ্যাক তৈরি করুন। একটু ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা ঠান্ডা ব্যবহার করুন এই ফেসপ্যাক। কীভাবে লাগাবেন? প্রথমে ফেসওয়াস বা ক্লিনজার দিয়ে মুখ ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। তার পর এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন। আধঘণ্টা মতো লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে উষ্ণ জলে মুখ ধুয়ে নিন। মুখ মুছে নিয়ে অল্প ময়েশ্চারাইজার মেখে নিন। সপ্তাহে অন্তত ২ দিন এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন। দেখবেন ত্বক টান টান হবে, জেল্লা ফিরে আসবে।

স্ক্রাবার হিসেবেও দারুণ কাজ করে ডিমের খোসা। ভাল করে গুঁড়ো করে নিন। তারমধ্যে অল্প মধু মিশিয়ে রোজ এটি ব্যবহার করুন। ত্বকের বলিরেখা সরাতে দারুণ কাজ করবে এই ডিমের খোসা।

শুধু ত্বক নয়, চুলের জেল্লা ফেরাতেও দারুণ কাজ করে ডিমের খোসা। শ্যাম্পুর সঙ্গে অল্প ডিমের খোসা গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিন। এতে চুলের গোড়া শক্ত হবে।

পরপর তিনদিন স্মার্টফোন ব্যবহার না করলে আপনার শরীরে কী কী প্রতিক্রিয়া হয়?

কখনও ভেবেছেন, একটানা তিনদিন যদি আপনার সাধের স্মার্টফোনটি ব্যবহার না করেন তাহলে কী হতে পারে? আজকের দিনে অসম্ভব মনে হলেও সম্প্রতি এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য। লাগাতার তিনদিন স্মার্টফোন ব্যবহার না করলে আপনার মস্তিষ্কে অবিশ্বাস্য গতিতে সব কাজ করবে। কম্পিউটার যেমন রিস্টার্ট করলে আগের চেয়ে ভাল কাজ করে, তেমনই মস্তিষ্কও নিজেকে তিনদিনে রিবুট করে নেবে।

আজকের দিনে স্মার্টফোন নির্ভর জীবনে যন্ত্রটিকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবা অসম্ভব। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে চোখ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত আমাদের হাতে থাকে মুঠোফোনটি। কখনও হাতের চেয়ে বেশি দূরে আমরা রাখি না তাকে। এমনকী অনেকে চাইলেও ফোন সরিয়ে রেখে বেশিক্ষণ বা বেশ দূরে রাখতে পারেন না। কারণ, ধূমপানের নেশার মতোই স্মার্টফোনের প্রতি আসক্তিও একধরণের নেশা বা অভ্যাস। কিন্তু সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা ইঙ্গিত দিচ্ছে, তিনদিন যদি ফোনের থেকে দূরে থাকতে পারেন, তাহলে মস্তিষ্ক নিজেকে সেইমতোই রিবুট করে নেবে ও নিজে থেকেই আপনার আসক্তি বা নির্ভরতাকে অনেকটা কমিয়ে দেবে।

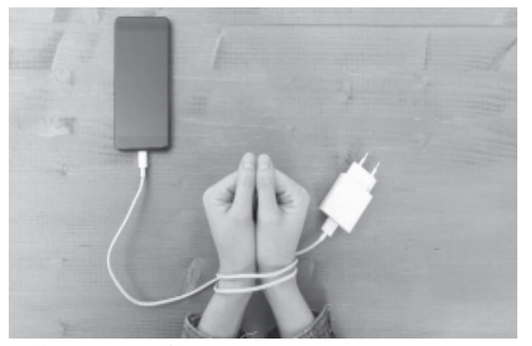

মানুষের মস্তিষ্কে কম্পিউটার ও স্মার্টফোনের প্রভাব সংক্রান্ত এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অন্দরের রসায়নকে প্রভাবিত করে স্মার্টফোনে অতিরিক্ত আসক্তি। এই সমীক্ষায় একদল প্রাপ্তবয়স্কদের খুব জরুরি ভিত্তি ছাড়া ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে ও জরুরি ভিত্তিতে দু একটা ফোন ছাড়া তাঁদের হাতের কাছ থেকে ফোন সরিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকটা জেলবন্দি কয়েদিদের মতো। দেখা গেছে, স্মার্টফোন ব্যবহার করতে না দিলে ব্যবহারকারীরা যেমন আচরণ করছেন, সেটা নেশাগ্রস্তরা ধূমপান বা মদ্যপান না করতে পারলে যে আচরণ করেন, অনেকটা তারই মতো।

১৮-৩০ বছর বয়সী ২৫ জনকে ৭২ ঘণ্টা ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। এই সমীক্ষায় যাঁরা অংশ নেন, তাঁদের অনেকেরই গেমিং-এর অভ্যাস রয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, মস্তিষ্কের যে যে রাসায়নিক আমাদের খাদ্যভ্যাস, মেজাজ, আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই ডোপামিন বা সেরোটোনিনের ক্ষরণের তারতম্য ধরা পড়ছে। ব্যবহারকারীদের মেজাজ অকারণেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে, কারও খুব বেশি খিদে পাচ্ছে, কেউ একেবারে চুপ করে যাচ্ছেন। সমীক্ষকরা বলছেন, এ থেকে স্পষ্ট যে অতিরিক্ত স্মার্টফোনের প্রতি আসক্তি আমাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাপনকে প্রভাবিত করতে পারে। অথচ মাত্র তিনদিন এই ফোন ব্যবহার না করলেই মস্তিষ্ক নিজে থেকেই আবার স্বাভাবিক কাজ করতে পারছে। যাকে বলে ব্রেন নিজেকে রিবুট করে নিচ্ছে।

আপনার ত্বকই দেবে ব্লাড সুগারের খোঁজ

চিকিৎসকরা মনে করেন, অনিয়মিত লাইফস্টাইল, ফাস্টফুডের কারণেই এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। তবে অনেকেই টের পাচ্ছেন না, তাঁরাও ব্লাড সুগারে আক্রান্ত। যেদিন ধরা পড়ছে, ততদিন সুগার বেড়ে তিনগুণ।

আগে জানা ছিল,বেশি বয়স হলেই নাকি ব্লাড সুগারের সমস্যা শুরু হয়। তবে এখন বেশ কম বয়সেই অনেকেই ব্লাড সুগারের সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন। চিকিৎসকরা মনে করেন, অনিয়মিত লাইফস্টাইল, ফাস্টফুডের কারণেই এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। তবে অনেকেই টের পাচ্ছেন না, তাঁরাও ব্লাড সুগারে আক্রান্ত। যেদিন ধরা পড়ছে, ততদিন সুগার বেড়ে তিনগুণ।

তবে জানেন কি? আপনার ত্বকই খোঁজ দিয়ে দেবে, আপনার ব্লাড সুগার রয়েছে কিনা।

শুষ্ক ত্বক- চিকিৎসকরা বলছেন, হঠাৎ করেই যদি আপনার ত্বক খসখসে, শুষ্ক হয়ে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছে শরীরে। বিশেষ করে হাতের তালু, হাঁটু এবং পায়ের পাতা শুষ্ক হতে শুরু হবে। এবং চুলকানি ভাব দেখা দেবে। এই সমস্যা তৈরি হলে, একটু সচেতন হন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

ক্ষত জায়গা- শরীরের কোনও অংশ যদি কেটে যায়। আর সেই কেটে যাওয়া থেকে তৈরি হওয়া ক্ষয় শুকোতে যদি দেরি হয়, তাহলে ব্লাড সুগারের সম্ভাবনা থাকতে পারে। কেননা, রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশিমাত্রায় হলে রক্ত জমাট বাঁধতে দেরি হয় এবং এর ফলে ক্ষত জায়গা ঠিক হতে সময় লাগে।

ঘন ঘন ত্বকের সমস্যা- ঘন ঘন ত্বকে সমস্যা দেখা দিতে পারে। হয়তো রাতারাতি ত্বকে ব্রণর আধিক্যও বাড়তে পারে। সঙ্গে শুষ্কতা তো রয়েইছে। এটা ব্লাডসুগারের সমস্যা হতে পারে। তাই সমস্যা বাড়লে, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কালো ছোপ ছোপ দাগ- কনুইয়ে, পায়ের পাতায় কালো কালো ছোপ। হাজার চেষ্টাতেও তা তোলা যাচ্ছে না। কিংবা কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলেই পা ফুলে ঢোল। এ কিন্তু একেবারেই ব্লাড সুগারের ফলাফল। সুতরাং এসব উপসর্গগুলো চোখে পড়লেই সোজা চলে যান চিকিৎসকের কাছে। নজরে রাখুন আপনার ব্লাড সুগার।

বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন মাঞ্চুরিয়ান

সাধারণত আমরা চিকেন মাঞ্চুরিয়ান পদটি রেস্তরাঁয় গিয়েই খেয়ে থাকি। দেখে মনে হয়, এই পদটি রান্না করতে বেশ অনেকটা সময় লাগে। রান্নাটা কঠিনও। তবে জানেন কি, চিকেনের এই পদ রান্না করা খুব সহজ। লাগে কম সময়ও।

সাধারণত আমরা চিকেন মাঞ্চুরিয়ান পদটি রেস্তরাঁয় গিয়েই খেয়ে থাকি। দেখে মনে হয়, এই পদটি রান্না করতে বেশ অনেকটা সময় লাগে। রান্নাটা কঠিনও। তবে জানেন কি, চিকেনের এই পদ রান্না করা খুব সহজ। লাগে কম সময়ও।

যা যা লাগবে- মুরগি ৫০০ গ্রাম, রসুনকোয়া ৭-৮টি, আদাকুচি ২ চামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টি (কুচোনো), পেঁয়াজ ২টি, সয়া সস ২-৩ টেবিল চামচ, আজিনোমোতো আধ চামচ (নাও দিতে পারেন), টম্যাটো রস আধকাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ চামচ, তেল আন্দাজমতো, মুরগির স্টক বা জল আধকাপ, নুন আন্দাজমতো।

রান্না করুন এইভাবেই

মুরগি ছোটো ছোটো টুকরো করে কাটুন, একটা আলাদা জায়গায় আদা, লঙ্কা, রসুন একসঙ্গে বেটে রাখুন। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। মাংসে নুন, আজিনোমোতো, ২ চামচ তেল, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, সয়া সস আর

অর্ধেক বাটা মশলা মাখিয়ে আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। তেল গরম করে তাতে তিন-চারটে করে মাংসের টুকরো ভেজে বাকি বাটামশলা দিন। ভাজা ভাজা হলে টম্যাটোর রস, বাকি সয়া সস ও স্টক বা জল ঢালুন। ভাজা মাংস ওই পাত্রে দিয়ে ফুটে গেলে আঁচ কমিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢেকে রাখুন। নামিয়ে নুস বা ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

রান্না ঘরে কী ভাবে চাল-ডাল রাখলে ভাল থাকবে?

অনেক সময় রান্না ঘরে রেখে দেওয়া ডাল, চাল ও মশলায় পোকা ধরে যায়। সঠিক ভাবে এগুলি না রাখলেই হয় বিপদ, রান্না ঘরে রাখা চাল-ডাল খারাপ হয়ে যায়, ফলে কাড়ি কাড়ি টাকা নষ্ট হয় খালি। অবশ্য অনেক সময় হাওয়া বন্ধ কৌটো করে রাখলেও পোকা ধরে যায়। তবে কিছু উপায় মেনে রান্না ঘরে জিনিস রাখলে তা বহুদিন অবধি ভাল থাকে। জানেন, কী ভাবে রান্নাঘরে জিনিস রাখা উচিত?

ডাল বা চালের মতো জিনিস কখনও আর্দ্র জায়গায় রাখা উচিত নয়। এতে তাড়াতাড়ি পোকা ধরে যেতে পারে। সব সময় শুকনো জায়গায় রাখার চেষ্টা করুন। চাল-ডাল বহুদিন অবধি ভাল রাখতে হলে এমন কৌটো চাই যার ভিতরে হাওয়া ঢুকতে পারে না। এরই সঙ্গে ভরসা রাখতে পারেন পুরনো কিছু টোটকায়।

১। রসুন ও লবঙ্গ: মসুর ডাল অনেক দিন ভাল রাখতে হলে মসুর ডালের পাত্রে ৪ থেকে ৫টি খোসা ছাড়ানো রসুন আর লবঙ্গ রাখুন। লবঙ্গ শুকিয়ে গেলে তা বদলে দিন। এতে কোনও দিন কীট পতঙ্গ হবে না।

২। লবঙ্গ: মটরশুঁটির ভাল রাখতে লবঙ্গের জুড়ি মেলা ভার। লবঙ্গ শুধু স্বাদ বাড়াতে সাহায্য করে না বরং পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকেও রক্ষা করে। মসুর ডালের বয়ামে ৮-১০টি লবঙ্গ রেখে দিন।

৩। শুকনো লঙ্কা: মসুর ডালের পাত্রে শুকনো লঙ্কা রাখলে তা পোকামাকড় তাড়ানোর জন্য খুব কার্যকর। ডালের পাত্রে ২-৩টি শুকনো লাল লঙ্কা রেখে দিন, তাহলেই হবে।

৪। তেজপাতা: চালের মধ্যে পোকামাকড় বেড়ে গেলে এই জিনিসটি মুশকিল আসান হতে পারে। চালের পাত্রে ফেলে রেখে দিন। চাল বায়ুরোধী একটি পাত্রে রাখুন।

এক গ্লাস ঢ্যাঁড়শ টনিক, খালি পেটে খেলেই সব রোগ উধাও

নামে ঢ্যাঁড়শ হলেও, কাজে কিন্তু তা মোটেই ঢ্যাঁড়শ নয়। বরং এই ঢ্যাঁড়শের গুণ শুনলে হতবাক হবেন। আর তা যদি মিশে যায় জলে, তাহলে তো একেবারে ম্যাজিক টনিক। রইল টনিক তৈরির সহজ রেসিপি।

খালি পেটে জল হ্যাঁ, মা-ঠাকুমার মুখ থেকে প্রায় সবারই শোনা। যে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে জল খেলেই, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। লিভার, কিডনি, হৃদপিণ্ড থাকে একেবারে ফিটফাট। কিন্তু নতুন যুগের নতুন নিয়ম, শুধু জল নয়। বরং জলে মিশিয়ে নিন ঢ্যাঁড়শ! হ্যাঁ, নামে ঢ্যাঁড়শ হলেও, কাজে কিন্তু তা মোটেই ঢ্যাঁড়শ নয়। বরং এই ঢ্যাঁড়শের গুণ শুনলে হতবাক হবেন। আর তা যদি মিশে যায় জলে, তাহলে তো একেবারে ম্যাজিক টনিক। তা কীভাবে বানাবেন এই ঢাঁড়শের ম্যাজিক টনিক? তার আগে জেনে নিন ঢ্যাঁড়শের রয়েছে কী কী উপকারিতা।

ঢাঁড়শে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট। রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন K এবং ক্যালসিয়াম। এমনকী, ঢ্যাঁড়শ হল ভিটামিন C , ভিটামিন A এর খাজানা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের জন্য ম্যাজিকের মতো কাজ করবে এই ম্যাজিক টনিক। শুধু তাই নয়, যাঁরা ব্লাডসুগারের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরাও নিয়মিত পান করতে পারেন ঢ্যাঁড়শের ম্যাজিক টনিক। এই টনিক হারে ব্যথা কমাতেই সাহায্য করে। বাতের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের জন্য

দারুণ ফল দেবে। শুধু তাই নয়, লিভার থাকবে ঠিক, কিডনিকে সুস্থ করবে ঝটপট।

হাজার চেষ্টা করেও, শরীরের মেদ আটকাতে পারছেন না! কোনও চিন্তা নেই। ঢ্যাঁড়শ টনিকে রয়েছে সমাধান। খালি পেটে এটা নিয়মিত খেলে সাতদিনের মাথায় দেখবেন ওজন কমেছে। আর হ্যাঁ, ঢ্যাঁড়শ কিন্তু শুধু ওজনই কমায় না, ত্বক করে ঝকঝকে। ত্বকের শুষ্কতাও করবে দূর।

কীভাবে বানাবেন?

রাতের বেলায় একটি কাচের বোতলে জল ভরে তার মধ্যে ছোট ছোট করে কেটে ঢ্যাঁড়শ ফেলে দিন। সারারাত ভেজানো থাক সেই ঢ্যাঁড়শ। পরের দিন সকালে ছেঁকে নিয়ে এক গ্লাস এই জল খেলেই কেল্লাফতে।

বুধবার মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

ইতালিতে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সরকারি সফর শুরু

রোম, ৪ জুন : কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল আজ থেকে ইতালিতে তাঁর দুই দিনের সরকারি সফর শুরু করলেন। এই সফর ৪—৫ জুন পর্যন্ত চলবে এবং এটি ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ভারত—ফ্রান্স অর্থনৈতিক বৈঠকের পরপরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সফরের উদ্দেশ্য হল ভারত ও ইতালির মধ্যে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করা এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছানো।

সফরের সময়, শ্রী গোয়েল ইতালির উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাবিষয়ক মন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি-র সঙ্গে ২২তম ভারত—ইতালি যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের অধিবেশন-এর যৌথ সভাপতিত্ব করবেন।

এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন এক সময়ে, যখন ভারত—ইতালি সম্পর্ক নতুন মাত্রায় প্রবেশ করেছে, বিশেষত ২০২৫—২০২৯ সালের জন্য যৌথ কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ঘোষণার পর। ২০২৪ সালের নভেম্বরে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির বৈঠকে এই পরিকল্পনার সূচনা হয়। দশটি থিম্যাটিক স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গঠিত জেএসএপি-এ অর্থনৈতিক সহযোগিতা একটি মুখ্য ক্ষেত্র হিসেবে স্থান পেয়েছে।

২২তম জেসিইসি অধিবেশনে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০, কৃষি প্রযুক্তি, ডিজিটাল রূপান্তর, জ্বালানি স্থানান্তর, টেকসই পরিবহন এবং ভারত—মধ্যপ্রাচ্য—ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিক চিহ্নিত করা হবে।

শ্রী পীযূষ গোয়েল ভারতের একটি উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন ব্রেসিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ভারত—ইতালি গ্রোথ ফোরামে। ব্রেসিয়া ইতালির একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। এই ফোরামে দুই দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীরা একত্রিত হয়ে বিনিয়োগ বাড়ানো, ব্যবসায়িক সংযোগ গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবন ও টেকসইতার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগের সুযোগ অন্বেষণ করবেন।

এই সফর ভারতের ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলার রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন। ভারত ও ইতালির অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এখন সমান্তরাল, এবং এই সফরের মাধ্যমে যৌথ নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, শিল্প রূপান্তর এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।

অবৈধ স্বয়ংক্রিয় বুকিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় রেলের কড়া পদক্ষেপ, প্রকৃত যাত্রীদের জন্য ওয়েবসাইটে প্রবেশ সহজতর

নয়াদিল্লি, ৪ জুন : ভারতীয় রেল ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থায় বড়সড় সংস্কার আনতে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর বট বিরোধী ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি-নির্ভর কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করেছে। এর ফলে অবৈধ স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) বুকিং কার্যত বন্ধ হয়েছে এবং প্রকৃত যাত্রীদের জন্য ওয়েবসাইটে প্রবেশ ও টিকিট বুকিং অনেক সহজ হয়েছে। রেলের এই নতুন ব্যবস্থা ততাল বুকিং শুরুর প্রথম পাঁচ মিনিটে যে বিপুল পরিমাণ বট ট্রাফিক হয়, তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ওই সময়ে মোট লগইন চেষ্টার প্রায় ৫০ ছিল বট দ্বারা পরিচালিত, যা এখন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলস্বরূপ, ২.৫ কোটিরও বেশি সন্দেহজনক ইউজার আইডি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের ২২ মে রেকর্ড গড়ে এক মিনিটে সর্বোচ্চ ৩১,৮১৪টি টিকিট বুকিং হয়েছে, যা এই প্ল্যাটফর্মের শক্তি ও দক্ষতা প্রমাণ করে। নতুন ব্যবস্থায়, আধাব - ভেবিফায়েড ব্যবহারকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে ওপেনিং এআরপি, তৎকাল ও প্রিমিয়াম তৎকাল টিকিট বুক করতে পারছেন, অন্যদিকে অনাধাব - ভেবিফায়েড ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের ৩ দিন পর এই সুবিধা মিলছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতীয় রেলের টিকিটিং ব্যবস্থায় সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৩—২৪ অর্থবছরে দৈনিক গড় লগইনের সংখ্যা ছিল ৬৯.০৮ লক্ষ, যা ২০২৪—২৫ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২.৫৭ লক্ষেএই বৃদ্ধি ১৯.৫৩ শতাংশ। একই সময়ে, দৈনিক গড় টিকিট বুকিংয়ে ১১.৮৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। বর্তমানে মোট সংরক্ষিত টিকিট বুকিংয়ের ৮৬.৩৮ শতাংশ ই-টিকিটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে, যা ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রতি যাত্রীদের আস্থা ও ব্যবহারিক অভ্যস্ততা নির্দেশ করে।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে, ৮৭ শতাংশ স্থায়ী কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে, যার ফলে ওয়েবসাইটের লোডিং সময় দ্রুত হয়েছে এবং সার্ভারের ওপর চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। একই সঙ্গে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর উন্নত সিস্টেমের মাধ্যমে বট ট্রাফিক সনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, যাতে অবৈধ বুকিং প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া, সন্দেহভাজন ব্যবহারকারীদের আইডি নিষ্ক্রিয় করার পাশাপাশি সাইবার অপরাধ পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের সুবিধাও চালু করা হয়েছে, যা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ করেছে। আইআরসিটিসি-এর মাধ্যমে ভারতীয় রেল যাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ, সহজ ও স্বচ্ছ টিকিটিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভবিষ্যতেও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন ও আধুনিকীকরণ রেলের পরিষেবাকে আরও উন্নত করে তুলবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

পেনশন সংক্রান্ত অভিযোগের সময়বদ্ধ নিষ্পত্তির আহ্বান দিলেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়া দিল্লি, ৪ জুন : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ, কর্মচারী, জনঅভিযোগ ও পেনশন বিভাগের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং আজ ১৩তম অল ইন্ডিয়া পেনশন আদালতের অনুষ্ঠানে পেনশন সংক্রান্ত অভিযোগের সময়বদ্ধ ও কার্যকর নিষ্পত্তির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসন ব্যবস্থার মূল নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পেনশনপ্রাপ্তদের অভিযোগ দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া উচিত যাতে নাগরিককেন্দ্রিকতা বজায় থাকে। দীর্ঘ দিন ধরে পেশাগত জীবনে দেশসেবা করা পেনশনপ্রাপ্তদের প্রতি প্রশাসনের সংবেদনশীলতা এবং দক্ষতার গুরুত্ব তুলে ধরে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, "একজন পেনশনভোগী যেন তার স্বাভাবিক অধিকার পেতে বারবার দফতর থেকে দফতরে ঘুরতে না হয়।" তিনি অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে "সম্পূর্ণ সরকার" পদ্ধতি গ্রহণের আহ্বান জানান এবং বিষয়টি কেবল প্রতিক্রিয়াশীল নয়, বরং প্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত এবং সহানুভূতিপূর্ণ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া পেনশন আদালতের ১২টি অধিবেশনে মোট ২৫,৪১৬টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৮,১৫৭টি সফল হয়েছে, যা প্রায় ৭১ শতাংশ সমাধান হার হিসেবে গৃহীত। ডঃ সিং এটি উদ্যোগের কার্যকারিতার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

এই বছরের পেনশন আদালতের থিম ছিল পরিবার পেনশন বিষয়ক অভিযোগ, যেগুলোর অধিকাংশই নারীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত। ডঃ জিতেন্দ্র সিং পেনশন এবং পেনশনভোগী কল্যাণ দফতরকে এ বিষয়ে সঠিক থিম বাছাই করার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন, যারা আদালতে সরাসরি উপস্থিত হতে পারেন না, তাদের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, "এই আদালতগুলো শুধু অভিযোগ নিষ্পত্তির প্ল্যাটফর্ম নয়, এটি সরকারের প্রতিশ্রুতি যে কোনো ভুক্তভোগীর কণ্ঠস্বর শুনে নেওয়া হবে।" তিনি কেন্দ্রীভূত পেনশন অভিযোগ নিষ্পত্তি ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা-এর মতো ডিজিটাল উদ্যোগগুলো দ্রুত এবং স্বচ্ছ নিষ্পত্তির জন্য আরও সক্রিয় ব্যবহারের আহ্বান জানান।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং পেনশনপ্রাপ্তদের কেবল সুবিধাভোগী নয়, বরং প্রশাসনিক পরিবারের সম্মানিত সদস্য হিসেবে বিবেচনা করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন অধিকাংশ অভিযোগের কারণ বিলম্ব বা প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, যা সমাধানের জন্য দফতরগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং জবাবদিহিতা বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি মন্তব্য করেন, "যখন নাগরিকরা শ্রুত ও সম্মানিত বোধ করে, তখন তা সরকারের প্রতি বিশ্বাসকে বাড়ায়।"

পেনশন আদালত এখন কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, প্রতিরক্ষা কর্মী এবং পরিবার পেনশনভোগীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সেতু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ডঃ সিং পেনশন ও পেনশনভোগী কল্যাণ দফতরের স্বল্পপত্রিকা পিপিও, সংযুক্ত পোর্টাল এবং অভিযোগ ড্যাশবোর্ডের মতো সংস্কারমূলক উদ্যোগের প্রশংসা করেন।শেষে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, "সরকারের কর্তব্য হল বয়স্ক নাগরিকদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা দেওয়া, যা দ্রুত এবং সহানুভূতিশীলভাবে নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদির শাসনদর্শন তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন দেশের প্রবীণ নাগরিক ও অবসরপ্রাপ্তরা নিরাপদ এবং মূল্যায়িত বোধ করবেন।"

প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশ্ব পরিবেশ দিবসে "এক পেড় মা কে নাম" কর্মসূচির অধীনে বৃক্ষরোপণ অভিযানে নেতৃত্ব দেবেন

নয়াদিল্লী, ৪ জুন : আগামীকাল ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি সকাল ১০:১৫ মিনিটে নতুন দিল্লির ভগবান মহাবীর বনস্থলী পার্কে একটি বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযানে নেতৃত্ব দেবেন। এই উদ্যোগ ভারতের পরিবেশ সুরক্ষা ও সবুজায়নের মাধ্যমে পরিবেশের টেকসই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করবে।

প্রধানমন্ত্রী "এক পেড় মা কে নাম" কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি বট গাছের চারা রোপণ করে বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্বোধন করবেন। এই অভিযান 'অরাবল্লি গ্রিন ওয়াল প্রকল্পের' অংশ, যার লক্ষ্য ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অরাবল্লি পর্বতমালা পুনঃবনায়ন করা।

অরাবল্লি হিল রেঞ্জের চারপাশের পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় দিল্লি, রাজস্থান, হরিয়ানা ও গুজরাটের ২৯টি জেলায় সবুজায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে বনায়ন, পুনঃবনায়ন ও জলাশয় পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে অরাবল্লির জীববৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করা হবে। এছাড়াও প্রকল্পটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত জল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং জলবায়ুর স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে। স্থানীয় জনগণের জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করাও এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল দিল্লি সরকারের টেকসই পরিবহন উদ্যোগের আওতায় ২০০টি বিদ্যুৎ চালিত বাসের উদ্বোধন করবেন। এই উদ্যোগ শহরের পরিচ্ছন্ন পরিবহন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে এবং জাতির পরিবেশগত ভারসাম্যের প্রতি সম্মিলিত দায়িত্বের প্রতীক হিসেবে কাজ করবে।

ইথানল প্ল্যান্ট বিরোধী আন্দোলন ঘিরে উত্তেজনা তেলেঙ্গানার গ্রামে, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

হায়দ্রাবাদ, ৪ জুন : তেলেঙ্গানার যোগুলাম্বা গড়ওয়াল জেলার পেড্ডা ধানওয়াদা গ্রামে প্রস্তাবিত ইথানল প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে চলা কৃষক আন্দোলন বুধবার হিংসাত্মক রূপ নেয়। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীরা কোম্পানির যানবাহন ভাঙচুর করে ও তাবু, কন্টেনারে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্ল্যান্টের কর্মীদেরও এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে গ্রামবাসী।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই প্ল্যান্ট গড়ে উঠলে এলাকার পরিবেশ দূষিত হবে এবং উর্বর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গত বছর থেকেই তারা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছেন।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোম্পানি কর্মীরা প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য সামগ্রী ও লোকবল এনে কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নেন। এরপরই কৃষকরা বৃহৎ সংখ্যায় জমায়েত হয়ে পেড্ডা ধানওয়াদায় বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁরা রাস্তায় বসে পড়ে কাজ বন্ধের দাবিতে স্লোগান দেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়।

লাঠি হাতে উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা কোম্পানির গাড়ি ও অন্যান্য সামগ্রীতে হামলা চালায়। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, যতদিন না কাজ পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে। ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপি কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে। দলের জেলা সভাপতি এস. রামচন্দ্র রেড্ডি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যদি ইথানল প্ল্যান্ট নির্মাণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হয়, তবে গণআন্দোলন আরও তীব্র হবে।

বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ করেছে, কর্তৃপক্ষ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ মিলে ভুল তথ্য দিয়ে অনুমোদন আদায় করেছে। তাঁদের দাবি, নিয়ম অনুযায়ী কোনো গ্রামের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে এমন প্ল্যান্ট স্থাপন করা যায় না, আশেপাশে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক থাকা উচিত নয়, জমির কৃষিযোগ্যতা বিবেচনা করতে হয় এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের অনুমোদন আবশ্যক কিন্তু এসবের কিছুই মানা হয়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

নাগাল্যান্ড সরকার নতি স্বীকার, পাঁচটি জনজাতির কোটা সংস্কারের দাবি; আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত

কোহিমা, ৪ জুন: নাগাল্যান্ডের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ইয়ানথুংগো প্যাটন সম্প্রতি রাজ্যের পশ্চাদপদ কোটা নীতির বিষয়ে পাঁচটি জনজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই পাঁচটি জনজাতি হল আঙামী, আও, লোথা, রেঙ্গমা ও সুমি। বৈঠকে জনজাতিগুলি বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থার বিলুপ্তি অথবা অবশিষ্ট কোটা তাদের মধ্যে বন্টনের দাবি জানায়। দীর্ঘ আলোচনার পর একটি সমঝোতায় পৌঁছানো হয়েছে এবং আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্যাটন বলেন, "আজ আঙামী, আও, লোথা, রেঙ্গমা ও সুমি এই পাঁচটি জনজাতির সঙ্গে কোটা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। তারা চায়, হয় পশ্চাদপদ কোটা তুলে দেওয়া হোক, না হলে অবশিষ্ট কোটা তাদেরকে দেওয়া হোক। আমরা একটি বোঝাপড়ায় পৌঁছেছি এবং তারা আমাদের দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছে একটি কমিশন গঠনের জন্য। এর মধ্যে আমরা মন্ত্রিসভা বৈঠক করব। তাদের আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

সরকার আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা রাজ্যের পশ্চাদপদ সংরক্ষণ নীতির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করবে এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে। এই পদক্ষেপ সরকারের পক্ষ থেকে একটি গঠনমূলক সমাধানের পথে এগোনোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। ৫ ট্রাইবস কমিটি অন রিভিউ অব রিজার্ভেশন পলিসির আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার তেসিনলো সেমি বলেন, "নাগাল্যান্ড সরকার আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন পাঁচটি জনজাতির মূল দাবিগুলি খতিয়ে দেখে মন্ত্রিসভায় সুপারিশ জমা দেবে। কমিশন গঠনের আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন স্থগিত রাখছি।"

আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কমিশন গঠন এবং মন্ত্রিসভা বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এই বিষয়ে। সরকারের সক্রিয় ভূমিকা এবং জনজাতি গুলি ব. সহযোগিতামূলক মনোভাব নাগাল্যান্ডে একটি দীর্ঘস্থায়ী ও সমন্বিত কোটা নীতির সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

এই আলোচনায় ৫ ট্রাইবস কো-আরআরপি-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ রাজ্য রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণের গুরুত্বকে নতুন করে সামনে এনেছে। দুই পক্ষই আশা প্রকাশ করেছে যে, আসন্ন বৈঠকে একটি ইতিবাচক ও সমতা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত আসবে, যা নাগাল্যান্ডের সামগ্রিক সামাজিক সম্প্রীতির পথ প্রশস্ত করবে।

অস্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী'র প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

নয়া দিল্লি, ৪ জুন : অস্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাননীয় রিচার্ড মারলস আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির সাম্প্রতিক ফেডারেল নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের জন্য মারলসকে অভিনন্দন জানান। দুই নেতা আজ পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া ভারত-অস্ট্রেলিয়া ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তারা প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা, টেকসই সরবরাহ শৃঙ্খল, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, এবং নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তিতে সহযোগিতার গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তারা এই অংশীদারিত্বে স্থিতিশীল, সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

অস্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী মারলস ভারতকে সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যালবেনেসেকে এই বছর ভারতে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ পি কে মিশ্র জেনেভায় ৮ম বিশ্ব মঞ্চে বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাসে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলেন

নয়াদিল্লী, ৪ জুন : প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ পি কে মিশ্র গতকাল (৩ জুন ২০২৫) জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৮ম বিশ্ব মঞ্চে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা এবং দেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে তিনি বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত আলোচনা করেন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ডঃ মিশ্র নরওয়ের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক উপমন্ত্রী শ্রীমতি স্টাইন রেনেট হাহেইমের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক করেন, যেখানে দুপক্ষই বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাসে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মতবিনিময় করেন।বিশ্ব মঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ডঃ মিশ্র ভারতের বিপর্যয়কালীন প্রস্তুতি এবং মোকাবিলার সক্ষমতা তুলে ধরেন।

ঝাড়খণ্ড বনধে বিপর্যস্ত জনজীবন আদিবাসী ধর্মীয় স্থান রক্ষার দাবিতে রাজ্যজুড়ে পথ অবরোধ

রাঁচি, ৪ জুন: আদিবাসী ধর্মীয় স্থানের রক্ষার দাবিতে বুধবার ঝাড়খণ্ডজুড়ে ডাকা বনধে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্যের একাধিক জেলায় রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভের ফলে যানচলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়।

আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল আদিবাসী বাঁচাও মোর্চা ও সিরমাটোলি বাঁচাও মোর্চা, যারা রাঁচির কেন্দ্রীয় সারনা স্থলের আশেপাশে অবৈধ নির্মাণ এবং জবরদখলের বিরুদ্ধে এই বনধ ডাকে। এছাড়াও, তারা মারাং বুরু, লুগু বুরু, পরশনাথ, মুধার পাহাড় (পিঠোরিয়া), ও তামাড় ও বেদোর মহদানি সারনা স্থলের সুরক্ষার দাবি জানান।

রাঁচি ছাড়াও গুমলা, রামগড়, হাজারিবাগ, লাতেহার ও পূর্ব সিংভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে রাস্তা অবরোধ করা হয়। বনধ সমর্থকরা রাঁচি-পাটনা সড়ক (কুজু, রামগড় জেলা), এনএইচ-৩৯ (উদয়পুরা চৌক, লাতেহার), ও টোটো গ্রাম (গুমলা জেলার ১০ কিমি দূরে)-তে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। রাঁচি জেলার খেলগাঁও চৌমুহনী, অরগোরা, মোড়াবাদি, কানে, অর্মাঞ্জি, কাদরু, টাটিসিলভে, রাতু, ও মন্দর-এও বাঁশের ব্যারিকেড ও জ্বলন্ত টায়ার ব্যবহার করে অবরোধ সৃষ্টি করে বিক্ষোভকারীরা। অনেকেই হাতে লাঠি ও আদিবাসী ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র নিয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন।পূর্ব সিংভূমের ঘাটশিলা, চাকুলিয়া, গালুডি ও বহারাগোড়ায় বাজার বন্ধ করে দেয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় মিছিল করে স্লোগান দিতে দিতে দোকানপাট বন্ধ করতে বাধ্য করেছেন। বনধকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসন সতর্কতা অবলম্বন করেছে। শুধুমাত্র রাঁচিতেই ২,০০০-এর বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। রাঁচিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এসে প্রাক্তন মন্ত্রী গীতাশ্রী ওরাঁও সংবাদমাধ্যমকে জানান, "সিরমাটোলির সারনা স্থলের কাছ দিয়ে নির্মীয়মান ফ্লাইওভারের র‍্যাম্পটি আমাদের পবিত্র জমিকে আচ্ছাদিত করছে। জানুয়ারি মাস থেকে লাগাতার প্রতিবাদ সত্ত্বেও, সরকার কার্যত চুপ। আদিবাসীবান্ধব সরকারের দাবির সঙ্গে এ আচরণ মেলেনা।"

বুধবার বন্যা দুর্গতদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্টোল বোর্ডের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন: ৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্টোল বোর্ডের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা সুকান্ত একাডেমিতে। তিনটি বিভাগে প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার ভাবনা নিয়েই দিবসটি সারা বিশ্বে পালন করা হয়। আমাদের রাজ্যেও স্টেট পলিউশন কন্টোল বোর্ডের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার আগরতলায় সুকান্ত একাডেমিতে তিনটি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

স্টেট পলিউশন কন্টোল বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী সারা রাজ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজসহ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও দিবসটি পালন করা হচ্ছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা হল পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করা। বিশেষ করে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকার উপর এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বর্জন করে বিকল্প কাগজের ঠোঙ্গা কিংবা পাটের ব্যাগ ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন দপ্তরের কর্মকর্তারা। এজন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ফটিকরায় নজরুল কলাক্ষেত্রে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৪ জুন: ফটিকরায় নজরুল কলাক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ফটিকরায় বিধানসভার সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ফটিকরায় নজরুল খোলা ক্ষেত্রে বুধবারের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিধানসভা এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মন্ত্রীর উদ্যোগে উদ্যোগেই এ ধরনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সম্মাননা তুলে দিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।আরও বেশি উৎসাহিত করতে তাদের হাতে সংবর্ধনা স্মারক ও স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন শুধু ভালো লেখাপড়া করলেই চলবে না সমাজের জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা একটি সুস্থ সমাজ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বলেন নিজে ভালো না হলে ভালো সমাজ গঠন করা কখনোই সম্ভব হবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাদেরকেই সুস্থ সমাজ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কারস ইউনিয়নের ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

আগরতলা, ৪ জুন : ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কারস ইউনিয়নের ৩২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস সিআইটিইউ-এর সদর দপ্তরে পালন করা হয়েছে। এদিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে সিপিএম নেতা অমল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বক্সনগর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে, পশু পালন এবং রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ জুন: আজ সকাল এগারোটা ত্রিশ মিনিটের সময় বক্সনগর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের হল ঘরে প্রাণী পালকদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে গাছের চারা জল দিয়ে বৃক্ষরুপন কর্মসূচির মাধ্যমে। সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পশুপালকদের মধ্যে, পশু পালন করে, অর্থনৈতিকভাবে বিকাশ ঘটানো পরিবারের সচ্ছলতা ফিরে আনা এবং কিভাবে উন্নত থেকে উন্নত ধরনের গবাদি পশু লালন পালন করে বেকারত্ব জীবন গোছানো যায়।

তার পাশাপাশি পশুদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগ হয় তার থেকে প্রতিরোধ করা এবং মুক্তি করা, সেই বিষয় নিয়ে ধারণা দেওয়া প্রাণীপালকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। বিশেষ করে এফ এম ডি এবং বরু সেলোসিস নামক দুটি ভয়ংকর রোগ ছাগল গরুদের আক্রমণ করে। যাকে ডাক্তারের ভাষায় খুরাপিড়া রোগ বলে। খুড়াপিড়া রোগ হলে গন গন টিকা করণ একান্ত আবশ্যক।তার জন্য ভারত সরকার জাতীয় প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে একুশে জুলাই থেকে ৪৫ দিনব্যাপী ঠিকাকরন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। যেহেতু গ্রামীন বিকাশের বুনিয়াদ হলো পশু পালন, পশু পালন করে আর্থিকভাবে ভাবে স্বাবলম্বন হওয়া একমাত্র লক্ষ্য। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর আর ডি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান সেলিনা আক্তার,এআরডিডি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর জুটন ঘোষ, এবং ডাক্তার শোলাঙ্কি দাস, বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বুলটি সরকার, মধ্য বক্সনগর প্রধান শাহজান মিয়া, বক্সনগর মন্ডল সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা বাবলি দেব, বিশিষ্ট সমাজসেবক গিয়াস উদ্দিন, তাহের মিয়া।

সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে কৃষক ,কৃষি আধিকারিক ,কৃষি বিজ্ঞানীদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৪ জুন: কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি , কৃষকদের সুবিধা অসুবিধা যাচাইয়ে গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও চলতে থাকা বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বুধবার সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে কৃষক ,কৃষি আধিকারিক ,কৃষি বিজ্ঞানীদের যৌথ সভা।

উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী ,সিপাহীজলা জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী শতভিষা সরকার, বক্সনগর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্বাবধায়ক সুব্রত দেবনাথ ,এগ্রি সেক্টর অফিসার রাহুল গোপ প্রমুখ। এই যৌথ আলাওয়াচনা সভায় এলাকার কৃষকরা তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যেসমস্ত প্রকল্প চালু রয়েছে তার সুবিধা কৃষকরা যথাযথ ভাবে পাচ্ছেন কি না ? তার খোঁজখবর নেন কৃষি আধিকারিকরা। বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় উঠে আসে কখন, কি পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষ করে আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারেন কৃষকরা এসমস্ত বিভিন্ন দিক।

রাজ্যের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলির বিকাশে সহায়তা করার জন্য পতঞ্জলি যোগপীঠের প্রতিনিধি দলকে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে:দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা ফ্রন্ট রানার রাজ্য হিসেবে উন্নীত হয়েছে। জিএসডিপি এবং মাথাপিছু গড় আয়ের দিক থেকেও ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। রাজ্যের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে ভিত্তি করে ত্রিপুরা সার্বিকভাবে উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে। আজ সচিবালয়ে পতঞ্জলি যোগপীঠ (ট্রাস্ট)-এর জেনারেল সেক্রেটারি আচার্য বালকৃষ্ণের নেতৃত্বে তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠককালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রত্নতাত্বিক নির্দশনে সমৃদ্ধ ত্রিপুরায় বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির, ডম্বুরের নারিকেলকুঞ্জ, উনকোটি, ছবিমুড়ার মতো দর্শনীয় স্থান রয়েছে এই রাজ্যে, যা দেশ বিদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা যথেষ্ট উন্নত। রাজ্যের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলির বিকাশে এগিয়ে এসে সহায়তা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পতঞ্জলি যোগপীঠ (ট্রাস্ট)-এর প্রতিনিধি দলটিকে আহ্বান জানান।

বৈঠকে আলোচনাকালে পতঞ্জলি যোগপীঠ (ট্রাস্ট)-এর জেনারেল সেক্রেটারি আচার্য বালকৃষ্ণ ত্রিপুরার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলির সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়তায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজ্যের কৃষি, ধর্মীয় পর্যটন, তথ্য ও প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজ্যে একটি যোগা ও ওয়েলনেস সেন্টার এবং জৈব বৈচিত্র পার্ক স্থাপনের জন্য পতঞ্জলি যোগপীঠ (ট্রাস্ট)-এর জেনারেল সেক্রেটারি আচার্য বালকৃষ্ণ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাছাড়াও রাজ্যে বড় পরিসরে একটি ধর্মীয় সম্মেলন আয়োজন করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। বৈঠকে বন দপ্তরের প্রধান সচিব আর কে সামাল, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, জনজাতি কল্যান দপ্তরের সচিব ড. কে শশীকুমার, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সুখ সাগর জলার জমিতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আবেদন সিপিআইএম(এল)-র রাজ্য সম্পাদকের

আগরতলা, ৪ জুন : উদয়পুর মহকুমা সুখ সাগর জলার জমিতে জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে, কৃষকরা প্রচন্ড ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই সিপিআইএম(এল)-র রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার রাজ্য সরকারের নিকট অতিসত্বর সুখ সাগর জলার জল নিষ্কাশনের জন্য যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দিন ধরে উদয়পুর মহকুমা সুখ সাগর জলার জমিতে জল জমে আছে। সরকার থেকে জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে কৃষকরা প্রচন্ড ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। সিপিআইএম- এল পক্ষ থেকে দলের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার সাংবাদিকদের জানান, সুখ সাগর জলা একটা শস্য ভান্ডার। এই জলাতে রেল লাইন নির্মাণের ফলে যেভাবে জলমগ্ন হয়ে আছে তাতে করে কৃষকেরা প্রচন্ডভাবে ক্ষতি সম্মুক্ষীন। এই নিয়ে বহুবার জেলা শাসক কিংবা মহকুমা শাসক কে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। ফলে ৫০০ থেকে ৬০০ কানি জমি জলমগ্ন হয়ে আছে বছরের পর বছর ধরে।

তিনি আরও বলেন, এবারও অতিবৃষ্টির ফলে সুখ সাগর জলা আবার জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ফলে কৃষকেরা জমি চাষ করতে পারছে না। জল জমার ফলে খিলপাড়া এলাকা বেশকিছু বাড়িঘড় জলমগ্ন হয়ে আছে। সরকারের কাছে আবারো দলের পক্ষে পার্থ কর্মকার দাবি জানিয়েছে অতি সত্বর সুখ সাগর জলার জল নিষ্কাশনের জন্য সরকার যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

কৈলাসহর টিলাগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের

● আটের পাতার পর

গৌরনগর ব্লকের ভিডিও থেকে শুরু করে উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানের পাশাপাশি নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিগত কিছুদিন ধরে টানা বৃষ্টি হওয়ার কারণে ওই এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, মূলত রাস্তার ড্রেনগুলি সংস্কার না হওয়ায় কারণে জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। উনারা গিয়ে সেই ড্রেন গুলি সংস্কার করার আশ্বাস দেন।

গাঁজা ক্রয় করতে

● আটের পাতার পর

নেশায় আসক্ত হচ্ছে যুবসমাজ। পুলিশ মাঝে মধ্যে নেশা বিক্রেতা ও নেশা সেবনকারীদের জালে তুলতে পারলেও এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিল না। এইবার রাষ্ট্রবাদী যুবসমাজ নেশা সেবনকারী ও বিক্রেতাদের জালে তোলার জন্য গত বেশ কিছুদিন ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। আজ উদয়পুর রমেশ চৌমুহনীতে এক বৃদ্ধকে গাঁজা সহ আটক করেছে। বৃদ্ধার নাম হারাধন শুক্ল দাশ। বয়স আনুমানিক ৭০ বছর। বাড়ি উদয়পুর ভাঙার পাড়া এলাকায়।

তিনি বলেন, গত তিন বছর ধরে বিশ্রামগঞ্জ থেকে গাঁজা প্যাকেট নিয়ে এসে বিক্রি করেন। এক এক প্যাকেটের মূল্য কুড়ি টাকা। আজকেও বিশ্রামগঞ্জ থেকে গাঁজার প্যাকেটগুলো নিয়ে আসার সময় রাষ্ট্রবাদী নেতা সুমন রায় সরকার বৃদ্ধাকে আটক করে রাধা কিশোর পুর থানা দিয়ে দেয়। বর্তমানে বৃদ্ধ রাধা কিশোর পুর থানায় পুলিশের হেফাজতে আছে।

অবশেষে কুখ্যাত সমাজদ্রোহী ও

● প্রথম পাতার পর

আসবে বলে সাংবাদিকদের জানান।

বিশালগড় থানায় দুদুটি ছিনতাই কান্ডের মধ্যে বিশালগড় মহিলা থানার ওসির গাড়ি ছিনতাই মামলা নম্বর ৪২ /২০২৫ ইং মূলে বুধবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার হয় কুখ্যাত সমাজদ্রোহী জুয়েল আহমেদ। বৃহস্পতিবার সকালে আদালতে সোপার্দ করা হবে বলে জানান ওসি সনজিৎ সেন।

পদদলিত হয়ে

● প্রথম পাতার পর

প্রথমে পরিকল্পনা করা হলেও নিরাপত্তার কারণে বিধান সৌধ থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম পর্যন্ত বিজয় মিছিল বাতিল করেছিল কর্ণাটক সরকার। মঙ্গলবার রাত থেকেই পুলিশ ভক্তদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজ করছিল। বিধান সৌধ চত্বরে সরকারি সংবর্ধনা দেখতে বহু মানুষ জড়ো হন, তখন ভিড় সামলাতে হালকা লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ।

বুধবার বেঙ্গালুরুতে হ্যাল বিমানবন্দরে পৌঁছালে উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার নিজে খেলোয়াড়দের স্বাগত জানান। তিনি প্রতিটি খেলোয়াড়কে ফুলের তোড়া দেন এবং বিশেষভাবে বিরাট কোহলিকে আরসিবি দলীয় পতাকা ও কর্ণাটক রাজ্যের পতাকা উপহার দেন।

মঙ্গলবার আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আইপিএল ফাইনালে আরসিবি ছয় রানে পাঞ্জাব কিংসকে পরাজিত করে তাদের ১৮ বছরের আইপিএল ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জিতে নেয়। এই জয় ছিল বিরাট কোহলির জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যিনি শুরু থেকেই এই দলের সঙ্গে যুক্ত।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর শোকবার্তায় বলেন, 'বেঙ্গালুরুর এই দুর্ঘটনা হৃদয়বিদারক। যাঁরা প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।' প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পক্ষ থেকেও "এক্স"-এ এক বার্তায় বলা হয়, 'এই দুঃখজনক সময়ে আমরা সকল প্রভাবিত পরিবারের পাশে রয়েছি।'

স্বরোজগারী মহিলা সমাজ

● প্রথম পাতার পর

পাকাঘর, উন্নত বীজ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানা প্রকল্প ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে মহিলাদের সশক্তিকরণে আত্মনির্ভর মহিলা লাখপতি দিদি, এখন ড্রোন দিদি তৈরি করা হচ্ছে। মহিলাদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে ফসলের জমিতে ড্রোন দিয়ে কীটনাশক ছড়ানো হবে। গড়ে তোলা হবে স্বরোজগারী মহিলা সমাজ। অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ফার্মার্স ক্লাবের রাজ্য সভাপতি প্রদীপবরণ রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত, ভারতচন্দ্রনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস প্রমুখ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মিশন অর্গেনিক ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্টের মিশন ডাইরেক্টর রাজীব দেববর্মা, ত্রিপুরা স্টেট হর্টিকালচার রিসোর্সের উপ অধিকর্তা ড. রাজীব ঘোষ, বীরচন্দ্র মনু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানী ড. বি কে নন্দা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উপ অধিকর্তা সুমিত কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সফল কৃষক রঞ্জিত পাল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এরপর সকল অতিথিগণ পূর্ব কলাবাড়িয়া কমিউনিটি হলে অনুরূপ বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ৬ জন সেরা কৃষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কৃষক সুখেন সরকার।

কৃষকদের সঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

কথা বলে কৃষকদের মাসে ৫০০ টাকা নগদ বরাদ্দের মধ্য দিয়ে মোদি তার তথাকথিত কৃষি কল্যাণ করে যাচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সরকার খারিফ ফসলের জন্য দুই লক্ষ ৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করে সারাদেশে মোদির গুন গান প্রচারে যেমন বাদ্দি বাজাচ্ছে তেমনি ত্রিপুরায়ও লক্ষ লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী উল্লাসে মেতে উঠেছেন অথচ প্রকৃত অর্থে ফসলের উৎপাদন খরচের ধারে কাছেও নয় এই বরাদ্দ।

সরকারি তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে গত বছর সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল কিনেননি ধান উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা ও উৎপাদনের ২৩ শতাংশ, গম ৫৬ শতাংশ, যেমন সরষে ইত্যাদি উৎপাদনের ১০। অথচ ২০০৪ থেকে ২০১৪ ইউপিএ সরকার কৃষি পণ্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে বৃদ্ধি হার ছিল ১. ১৭ শতাংশ। মোদি জমানায় এই বৃদ্ধির হার মাত্র ১৩.৫৩ শতাংশ। মোদীর শাসনকালে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৬ টি কৃষি পণ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের মধ্যে নয়টি ফসলের দামই পূর্বের তুলনায় অনেকটাই কমে গেছে। বর্তমান সরকার খারিফ মরশুমে ধান ও গমের মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৬৯ টাকা বাড়িয়ে ২৩৬৫ টাকা করেছে স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মানলে এর দাম হয় ৩১৩৫ টাকা মানে প্রতি কুইন্টালে ক্ষতি ৭৬০ টাকা, একই ভাবে জোয়ারের ক্ষেত্রে ১১১১ টাকা, ভুট্টায় ৫২৮ টাকা তিলে ৩১০২ টাকা, তুলায় ২৩৬৫ টাকা সয়াবিনে ১ হাজার ৬২৯ টা।প্রতি কুইন্টালে ক্ষতি হচ্ছে। কার্যত মোদি সরকার এতে কর্পোরেটদের প্রতি আবারো দয়া দেখিয়ে কৃষকদের সাথে প্রতারণা করেছে।

তাঁর কথায়, ইউপিএ সরকার ১০ বছরের শাসন কালে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকার মতো যেই ঋণ মুকুব করেছিল তার তার ৮০ শতাংশই ছিল কৃষি ক্ষেত্র এবং কুটির শিল্পে। অথচ মোদি জমানায় ২৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মুকুব করা সত্ত্বেও কৃষি ঋণ মুকুব করছে না। কৃষি ঋণ মুক্ত না হতে পেরে একজন গড়ে প্রতিদিন ৩১ জন কৃষক প্রতিদিন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। এই অবস্থায় দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা এমনকি মোদি প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টাস্তরও পরামর্শ ছিল দেশের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি জিডিপি বৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদের স্থায়ী রোজগার বাড়ানো ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা তার কোনটাই মোদী মেনে নিচ্ছে না।

উপকৃত হবেন গরীব

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পটি নিজ বাড়িতে ছাদ, টিনের চাল বা উঠানে স্থাপন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে এককালীন টাকার ব্যবস্থা না থাকলে ব্যাংক লোনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পটি চালু থাকলেও সরকারি ভর্তুকি আগামী ২০২৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এছাড়

ক্রীড়াঙ্গন

এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ভারতীয় দলের সিলেকশন ট্রায়াল জুলাইয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ এর জন্য সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আয়োজক বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। অনূর্ধ ২২ বয়স ভিত্তিক ক্যাটেগরির এই সিলেকশন ট্রায়াল পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে আগামী ৭ থেকে ১১ জুলাই মহারাষ্ট্রের পুনেতে অনুষ্ঠিত হবে। বাছাইকৃত বক্সাররা আগামী ১ থেকে ১৩ আগস্ট থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিতব্য অনূর্ধ ২২ এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, অনূর্ধ ২২ পুরুষ ও মহিলা বক্সারদের বয়সসীমা হতে হবে ১৯ থেকে ২২ বছর অর্থাৎ জন্ম সাল ২০০৩ এবং ২০০৬ এর মধ্যে হতে হবে। পুরুষ বিভাগের সিলেকশন ট্রায়ালে থাকবে ৪৭ কেজি থেকে শুরু করে ৯০ ও ততোর্ধ ওজন বিভাগের দশটি পৃথক গ্রুপ। মহিলা বিভাগে ৪৫ কেজি থেকে শুরু ৮০ ও ততোর্ধ কেজি বিভাগ পর্যন্ত দশটি পৃথক গ্রুপ। জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে সেরা বক্সারদের এই সিলেকশন ট্রায়ালে ডাকা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রতিটি বিভাগের সেরা দুজন করে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের বক্সারদের এই সিলেকশন ট্রায়ালে পাঠানো যেতে পারে। ফেডারেশন থেকেও কিছু দিকনির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারা এই সিলেকশন ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবে। রাজ্য থেকে অংশগ্রহণেচ্ছু বক্সারদের ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

রাজ্য অনূর্ধ-১১ দাবার আসর শনিবার থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দু'দিনব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ১১ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ৭ জুন। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হবে আসর। এই আসর থেকে বালক এবং বালিকা উভয় বিভাগের সেরা দুই দাবাড়ু জাতীয় আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। আসরের অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৬ জুন বিকেল পাঁচটার মধ্যে এন্টি জমা দিতে রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ অনুরোধ করেছেন। ইতিমধ্যে রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে অনূর্ধ ৭, ৯ এবং ৫১ তম সিনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। অনূর্ধ ১১ আসরের পর হবে অনূর্ধ ১৩ আসর। এছাড়াও বিভিন্ন আসর করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য দাবা সংস্থা।

ওড়িশায় জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবায় ত্রিপুরার খেলোয়ারদের মিশ্র ফলাফল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় অনূর্ধ ৭ দাবা প্রতিযোগিতা আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) শেষ হচ্ছে। আগামীকাল সকালে নবম তথা শেষ রাউন্ডের খেলা হবে। ওড়িশার খোরদারে বিকেলে হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বুধবার আসরের সপ্তম এবং অষ্টম রাউন্ডের খেলা হয়। ৮ রাউন্ডের শেষে ত্রিপুরার বালক দাবাড়ুদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে দেবরাজ ভট্টাচার্য্য। ওর পয়েন্ট ৫। বালক বিভাগের ত্রিপুরার অন্য দাবাড়ুদের মধ্যে অয়নজিৎ নাগ এবং শ্রীবাস্ব প্রতাপ পালের পয়েন্ট ৩। বালিকাদের মধ্যে ত্রিপুরার তৃসিকা কামারাপু-র পয়েন্ট সাড়ে ৪। অপর দাবাড়ু সমৃদ্ধি রায়ের পয়েন্ট ৩। শেষ রাউন্ডে জয় পেলে কিছুটা উপরের দিকে থাকতে পারবে ত্রিপুরার দাবাড়ুরা। তবে প্রথম ২০ জনে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মহিলাদের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সূচি ঘোষিত, ম্যাচ পেল না ইডেন, পাকিস্তান খেলবে কোথায়?

এ বছর ভারতে অনুষ্ঠিত হবে মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপ। সেই প্রতিযোগিতার সূচি ঘোষণা হয়ে গেল সোমবার। বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, ইনদওর, বিশাখাপত্তনমের পাশাপাশি ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতেও। পাকিস্তান সব ম্যাচই খেলবে কলম্বোয়। তারা ভারতে খেলতে আসবে না।৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে মহিলাদের বিশ্বকাপ। ভারত প্রথম ম্যাচ খেলবে ৩০ সেপ্টেম্বরই। বেঙ্গালুরুতে হবে সেই ম্যাচ। প্রতিপক্ষের নাম ঘোষণা হয়নি। প্রথম সেমিফাইনাল হবে গুয়াহাটি বা কলম্বোয়। পাকিস্তান উঠলে তারা প্রথম সেমিফাইনালই খেলবে এবং সেটি হবে কলম্বোয়। তারা যদি ফাইনালে ওঠে, তা হলে কলম্বোয় ম্যাচ হবে। না হলে ফাইনাল হবে বেঙ্গালুরুতে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে বেঙ্গালুরুতে।গত বারের এশিয়া কাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক ছিল পাকিস্তান। কোনও বারই সে দেশে খেলতে যায়নি ভারত।

এশিয়া কাপের ম্যাচগুলি কলম্বোয় খেলেছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলেছিল দুবাইয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে দু'দেশের মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী, আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারত বা পাকিস্তানের মধ্যে কোনও দেশ আয়োজক হলে, অপর দেশটি নিরপেক্ষ মাঠে খেলবে। সে জন্যই পাকিস্তানের মহিলা দলের ম্যাচ রাখা হয়েছে কলম্বোয়।পহেলগাঁও হামলার পরে ভারতীয় বোর্ড আইসিসি-কে অনুরোধ করেছিল যাতে আগামী প্রতিযোগিতায় ভারত, পাকিস্তানকে এক গ্রুপে না রাখা হয়। এখন দেখার, আইসিসি সেই আবেদন মানে কি না।

এ দিন আইসিসি জানিয়েছে, পরের বছর মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে ১২ জুন। প্রথম ম্যাচ বার্মিংহ্যামে। দু'টি সেমিফাইনাল হবে লন্ডনের দ্য ওভালে। ফাইনাল লর্ডসে। এ ছাড়া বাকি ম্যাচগুলি হবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, হেডিংলে, হ্যাম্পশায়ার বোল এবং ব্রিস্টল কাউন্টিতে।

রুবলেভকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ইটালির সিনার

লাল সুরকির কোর্টে দাপট দেখাচ্ছেন ইয়ানিক সিনার। এখনও পর্যন্ত তিনি যত গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন, সবই হার্ড কোর্টে। কিন্তু এ বারের ফরাসি ওপেনে সিনার এখনও পর্যন্ত একটি সেট হারেননি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালেও আন্দ্রে রুবলেভের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে জিতলেন তিনি। সিনার জিতলেন ৬-১, ৬-৩, ৬-৪ সেটে।তৃতীয় বার ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন সিনার। গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ইউএস ওপেন জিতেছিলেন তিনি। এই বছরটা শুরু করেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে। অর্থাৎ, গত বারের ইউএস ওপেন থেকে এখনও পর্যন্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামে কোনও ম্যাচ হারেননি সিনার। গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে টানা ১৮টি ম্যাচ জিতেছেন তিনি।

এর আগে একই কীর্তি গড়েছিলেন বরিস বেকার এবং আন্দ্রে আগাসি।রুবলেভের বিরুদ্ধে সোমবার রাতে প্রথম সেট জিততে মাত্র ৩০ মিনিট সময় নিয়েছিলেন সিনার। কোনও রকম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি রুবলেভ। তাঁকে এক ইঞ্চি জমি দেননি সিনার। ইটালির টেনিস তারকার বিরুদ্ধে কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না রুবলেভ।ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে সিনার খেলবেন অ্যালেক্সান্ডার বুবলিকের বিরুদ্ধে। যিনি এ বারের ফরাসি ওপেনে দারুণ ছন্দে রয়েছেন। বুধবার হবে সেই ম্যাচ। মঙ্গলবার পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালে রয়েছে দু'টি ম্যাচ। ফ্রান্সের টিয়াফো খেলবেন লোরেঞ্জো মুসেত্তির বিরুদ্ধে। অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হবেন কার্লোস আলকারাজ এবং টমি পল। বুধবার সিনারদের ম্যাচ ছাড়াও রয়েছে নোভাক জোকোভিচের ম্যাচ। তিনি খেলবেন অ্যালেক্সান্ডার জেরেভের বিরুদ্ধে।

মোহনবাগানে সফল হলেও লখনউ বার বার হতাশ করছে তাঁকে! ফুটবলে 'সুপার জায়ান্ট' সঞ্জীব ক্রিকেটে কেন 'বামন'?

৬৪ বছরের সঞ্জীব গোয়েনা সম্প্রতি দাদু হয়েছেন। তাঁর পুত্র শাশ্বতের সন্তান জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সেই সন্তানের তরফে সুখবরের পাশাপাশি গোয়েনার অপর 'সন্তান'-এর তরফে এ বছরেও দুঃসংবাদই এল। এ বারেও আইপিএলের প্লে অফে উঠতে পারল না লখনউ সুপার জায়ান্টস। দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিদের একজন সঞ্জীব। পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় শিল্পপতি তো বটেই। পিতা রমাপ্রসাদ গোয়েনা দুই পুত্র হর্ষ ও সঞ্জীবকে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার পর থেকে দু'জনে নিজেদের মতো করে নিজেদের ব্যবসা সামলেছেন। হর্ষ থেকেছেন মুম্বইয়ে। সঞ্জীব পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কলকাতাকেই তাঁর ব্যবসার ভরকেন্দ্র করেছেন। সিইএসসি-র মালিক সঞ্জীব কলকাতায় একের পর এক ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। পার্ক সার্কাসের শপিং মল, গেরস্তালির তৈজসপত্র থেকে রেডিমেড পোশাকের বিপণির 'চেন' থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবা। ছোট-বড় মিলিয়ে ৩৭টা কোম্পানির মালিক সঞ্জীবের সম্পত্তির পরিমাণ ৩৭, ৫০০ কোটি টাকা। প্রতিনিয়ত ব্যবসা বাড়াচ্ছেন। বিকেন্দ্রীকরণ করছেন। বিভিন্ন মাপে সফলও হচ্ছেন। শুধু লখনউ নিয়ে তিনি এখনও সাফল্যের মুখ দেখেননি। আইপিএলের দল কিনতে ভরপুর বিনিয়োগ করেছেন। কিন্তু লাভের কড়ি গুনতে পারেননি।অনেকে বলেন, ক্রিকেট সঞ্জীবের 'প্রেম'। সেই প্রেম থেকেই তাঁর আইপিএলের দল কেনা। আবার অনেকের মতে, সঞ্জীবের আসল টান ফুটবলেই। ক্রিকেট তাঁর কাছে আরও অনেক ব্যবসার মতো। যাতে বিনিয়োগ করা যায়। সেই ক্রিকেট ব্যবসার একেবারে চূড়ায় রয়েছে ক্রোড়পতি লিগ আইপিএল। ফলে সেখানে বিনিয়োগ নয় কেন?কথিত যে, ২০০৮ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিনতে গিয়েছিলেন সঞ্জীব। ময়দানে শাহরুখ খান এসে পড়ায় খানিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিছিয়ে আসেন। কিন্তু সুযোগ পেয়ে ২০১৬ সালে কিনেছিলেন রাইজিং পুণে সুপার জায়ান্টস। ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে সেই দল আইপিএলে খেলেছিল। এক বার ফাইনালেও গিয়েছিল। কিন্তু চেন্নাই সুপার কিংস ফিরে আসায় পুণের অবলুপ্তি ঘটে।সঞ্জীব অবশ্য তাতে দমে যাননি। তক্কে তক্কে ছিলেন। ২০২২ সালে ৭,০৯০ কোটি টাকা দিয়ে লখনউ কিনে নেন তিনি। তথ্য বলছে, সেই দলের বাজারদর এখন ১২,০০০ কোটি টাকা। ফলে ট্রফি না এলেও লোকসান নেই। সঞ্জীব জানিয়েছিলেন, ১৫ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে দল কিনেছেন। শিল্পপতি সঞ্জীব জানতেন, আরও বড় হবে আইপিএল। জানতেন, ভারতে জনপ্রিয়তার নিরিখে ক্রিকেটের ধারেকাছে কোনও খেলা নেই। হবেও না। ক্রিকেটবিশ্বের ধনীতম লিগ আইপিএলে অনেক নামী শিল্পপতিই যুক্ত হচ্ছেন। যেমন মুকেশ অম্বানী। কিন্তু মুকেশের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পাঁচ বার আইপিএল জিতেছে। সঞ্জীবের পুণে এবং লখনউ সেখানে ব্যর্থ।ফুটবল অবশ্য সঞ্জীবকে খালিহাতে ফেরায়নি। ২০২০ সালে মোহনবাগানের ফুটবল দলের মালিক হয়েছিলেন তিনি। যদিও ক্রিকেটের মতো ফুটবলের প্রতি তাঁর অতটা টান নেই। একাধিক সময়ে সঞ্জীব জানিয়েছেন, ক্রিকেট তাঁর আবেগের জায়গা। আর মোহনবাগানের ফুটবল দল তিনি কিনেছিলেন ব্যবসার জন্য। যে কলকাতায় তাঁর বাণিজ্যের বুনিয়াদ, সেখানে একটা ফুটবল দলের লক্ষ লক্ষ সমর্থকের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ইচ্ছা থেকেই মোহনবাগানের ফুটবল দল কেনা। বিনিয়োগ।এবং সেই বিনিয়োগে তিনি সফল। মোহনবাগানকে গত তিন বছরে ভারতের সেরা ফুটবল ক্লাব (পাঁচটি ট্রফি) করতে পেরেছেন।সেই সাফল্যের নেপথ্যে একটি নাম রয়েছে বিনয় চোপড়া। মোহনবাগানের ফুটবল দল তিনিই চালান। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিনয় দীর্ঘ দিন আরপিএসজি-র (সঞ্জীব গোয়েনার সংস্থা) সঙ্গে যুক্ত।আগে পার্ক সার্কাসের শপিং মলটি পরিচালনার পুরো দায়িত্ব ছিল তাঁর। অতঃপর সঞ্জীব তাঁকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দায়িত্বও দেন। পরিচিতেরা বলেন, বিনয় ফুটবল বোঝেন। তাই দলের ফুটবলার থেকে শুরু করে কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফ নিয়োগ সম্পর্কে তিনিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এবং সেই সিদ্ধান্ত হয় সম্পূর্ণ পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। গত তিন বছরে মোহনবাগানে বিনয়ের সাফল্য দেখে তাঁকে ক্রিকেট দলগুলির দায়িত্বও দিয়েছেন সঞ্জীব। তবে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হালে। ঘটনাচক্রে, এ বার আইপিএল এবং আইএসএল একই সময়ে হয়েছে। অনেকে মনে করেন, তারও 'খেসারত' দিতে হয়েছে লখনউকে। দু'টি দলেরই দায়িত্ব ছিল বিনয়ের হাতে। ফুটবলে শুরু থেকেই মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিকে এগোচ্ছিল। দ্বিমুকুট জয়ের সম্ভাবনা ছিল। অনেকে মনে করেন, বিনয়ের লক্ষ্য সম্ভবত বেশি ছিল ফুটবলের দিকে। ক্রিকেটে ততটা মন দিতে পারেননি। ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে পারেন কি না, পারলেও সাফল্য পান কি, তা দেখতে আইপিএল ২০২৬ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।অনেকে মনে করেন, ফুটবলের ক্ষেত্রে 'কঠোর এবং পেশাদার সিদ্ধান্ত' নেওয়ার ক্ষেত্রে যে সক্রিয়তা সঞ্জীব দেখাতে পেরেছেন, ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত তা পারেননি। অন্তত লখনউয়ের ক্ষেত্রে। তবে পেশাদার ব্যবসায়ীরা লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষেন বারবার। সেই অঙ্কের ভিত্তিতে ক্ষতির কারণ মেরামত করার চেষ্টা করেন। এ বারের আইপিএলে ব্যর্থতার কারণও খুঁজবেন সঞ্জীব। কারাও না কারও উপর সেই 'দায়' বর্তাবে তো বটেই। ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে জড়িতদের একাংশের পূর্বাভাস, লখনউয়ের 'মেন্টর' তথা প্রাক্তন ভারতীয় বোলার জাহির খান দলের মালিকের খুব 'সুনজরে' নেই। এখন দেখার, সেই কড়া সিদ্ধান্ত সঞ্জীব নিতে পারেন কিনা।ঘটনাচক্রে, এই সঞ্জীবই ২০১৬ সালের আইপিএলে পুণে সফল না হওয়ায় পরের বছর মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে নেতৃত্ব থেকে সরাতে দ্বিধা করেননি। ধোনি তখনও সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের অধিনায়ক। তিনটি আইসিসি ট্রফি জিতে ফেলেছেন। আইপিএলে চেন্নাইকে দু'বার চ্যাম্পিয়ন করে ফেলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধোনিকে সরিয়ে স্টিভ স্মিথকে অধিনায়ক করতে সঞ্জীব দু'বার ভাবেননি। ক্রিকেটচক্রে, তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ফলদায়ী হয়েছিল। স্মিথ ফাইনালে তুলেছিলেন দলকে। মুকেশের মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে ১ রানে না-হারলে সে বারই 'সফল' হয়ে যেতেন সঞ্জীব।অনেকে মনে করেন, লখনউয়ের ক্ষেত্রে সঞ্জীব অতটা 'কড়া' হতে পারেননি। তার কারণও রয়েছে। গত বার ব্যর্থতার পর মাঠেই তারকা ক্রিকেটার লোকেশ রাহুলকে ধমকেছিলেন সঞ্জীব। তার জন্য বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হতে হয়েছিল তাঁকে। কারণ, ভারতে ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারেরা একটা ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা হন। তাঁরা প্রায় ঈশ্বরের কাছাকাছি। তাঁদের সঙ্গে কোনও 'বেচাল' করলে মুশকিল। চাপে পড়ে কয়েক দিন পর দিল্লির বাড়িতে রাহুলকে আমন্ত্রণ করে খাওয়ান সঞ্জীব। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। রাহুল লখনউ ছেড়ে চলে যান দিল্লি টিমে। ঘটনাচক্রে, এ বারের আইপিএলে দিল্লির কাছে (রাহুলের দলের কাছে) দু'টি ম্যাচেই হেরেছে সঞ্জীবের লখনউ। পেশাদারি জগতের সঙ্গে যুক্তদের একাংশ মনে করেন, রাহুলকে তাঁর মনোভাব জানিয়ে ভুল করেননি সঞ্জীব। তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক। সে অর্থে দেখতে গেলে যে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির যে কোনও ক্রিকেটারই তাঁর মালিকের আজ্ঞাবহ। এ বারের আইপিএলেও দেখা গিয়েছে, বাউন্ডারি লাইনের ধারে বসে মুম্বই টিমকে ডিআরএস নেওয়ার জন্য হাত-টাত নেড়ে কার্যত নির্দেশ দিচ্ছেন মুকেশ এবং নীতা অম্বানীর পুত্র। সেই সূত্রেই অনেকে মনে করেন, টিম পর পর হারতে থাকলে মালিকের উষ্মা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে একই সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, সেই উষ্মা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করলে মুশকিল। তাঁরা উদাহরণ দিচ্ছেন ধোনি এপিসোডের। যেখানে প্রায় নিঃশব্দে ভারতের অন্যতম সফল অধিনায়ককে ফ্র্যাঞ্চাইজির অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন সঞ্জীব।যা তিনি করতে পারলেন না ঋষভ পন্থের ক্ষেত্রে। ২৭ কোটি টাকার অবিশ্বাস্য দামে পন্থকে কিনেছিলেন সঞ্জীব। তিনি অধিনায়ক হিসাবে ব্যর্থ, ব্যাটার হিসাবে দেড়খানা ম্যাচ ছাড়া চূড়ান্ত ব্যর্থ এবং উইকেটরক্ষক হিসাবেও নিজের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে অসফল। কিন্তু পন্থকে সরিয়ে এডেন মার্করাম বা মিচেল মার্শকে মরসুমের মাঝপথে অধিনায়ক করতে পারেননি সঞ্জীব। উল্টে রাহুলপর্বের কথা মাথায় রেখে ম্যাচের পর ম্যাচ গোহারা হেরেও মাঠে গিয়ে পন্থের সঙ্গে হাসিমুখে (সম্ভবত একটু বেশিই হাসিমুখে) কথা বলতে হয়েছে।অথচ, মোহনবাগানের সমস্যা সামলে নিয়েছিলেন সঞ্জীব। শুরুতে মোহনবাগান নামের আগে 'এটিকে' থাকায় সবুজ-মেরুন সমর্থদের একটা বড় অংশ বিক্ষোভ করেছিলেন। মিছিলও বেরিয়েছিল। কিন্তু প্রথম বার আইএসএল কাপ জিতে নাম বদলে ফেলেন তিনি। 'এটিকে মোহনবাগান' হয়ে যায় 'মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট'। তাতে সমর্থকদের গোসা কমাতে পেরেছিলেন সঞ্জীব। পাশাপাশিই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেননি। গত বার মোহনবাগানকে লিগ-শিল্ড জেতানো আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাসের মতো কোচকে এ বার সরিয়ে দিতে পিছপা হননি। তাতে সাফল্য কমেনি। বেড়েছে।সঞ্জীবকে অবশ্য পরোক্ষে সাহায্য করেছে ভারতীয় ফুটবলের পরিস্থিতি। ফিফা ক্রমতালিকায় নামতে নামতে ভারত এখন কোথায়, চট করে কেউ বলতে পারবেন না। যেমন বলতে পারবেন না, ভারতের পরের ম্যাচ কোথায় এবং কবে। ফলে ভারতের ফুটবল নিয়ে আগ্রহও কমছে। কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে ভাগ হয়ে এখনও আবেগজর্জর পোস্ট-টোস্ট করেন বটে। কিন্তু ক্রিকেটের সেই 'কৌলীন্য' ফুটবলে নেই। সেই অর্থও নেই। সেই কারণেই ফুটবলের সাফল্য নিয়ে বাজি ধরারও তত আগ্রহ নেই।ক্রিকেটে আছে। আইপিএলে আছে। বিভিন্ন বাণিজ্যে সফল হয়েছেন শিল্পপতি সঞ্জীব। ক্রিকেটশিল্পে সাফল্যলক্ষ্মী এখনও তাঁর অধরা। আইপিএলের মাঠে আসলে লড়াই হচ্ছে সঞ্জীব বনাম সঞ্জীব।

সৌরভের হস্তক্ষেপে ইডেনে মিটল আম্পায়ারিং বিতর্ক, পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ভবানীপুরের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি হল ইস্টবেঙ্গল

আবার বিতর্কে বাংলার ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা সিএবি। ইডেনে স্থানীয় ক্রিকেট লিগের প্রথম ডিভিশনে ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুরের ম্যাচ সোমবার পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ থাকল। একটি আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। ইস্টবেঙ্গল খেলতে অস্বীকার করে। বিতর্ক সামলাতে ইডেনে আসতে হয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি হস্তক্ষেপ করলে ইস্টবেঙ্গল খেলতে রাজি হয়।পাঁচ দিনের ম্যাচে সোমবার চলছে দ্বিতীয় দিনের খেলা। রবিবার ৮৩ ওভারে ভবানীপুর করেছিল ৩ উইকেটে ২৫৭ রান। শাকির হাবিব গান্ধী ১০২ রানে অপরাজিত ছিলেন। সোমবার নির্ধারিত সময় দুপুর ১টায় খেলা শুরু হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বলেই শুরু হয় বিতর্ক। ইস্টবেঙ্গলের পেসার কণিষ্ক শেঠের বলে গান্ধী স্লিপে সন্দীপন দাসের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। আম্পায়ার কৃষ্ণেন্দু পাল আউট দিয়ে দেন। কিন্তু জানা যায় ক্যাচ ধরার আগেই বল মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আম্পায়ার কৃষ্ণেন্দু স্কোয়্যার লেগ আম্পায়ার অভিজিৎ ভট্টচার্য্যের সঙ্গে আলোচনা করে গান্ধীকে ডেকে নেন।এর পরেই ক্ষুব্ধ ইস্টবেঙ্গল বেঁকে বসে। তারা জানিয়ে দেয়, গান্ধীকে 'নট আউট' দেওয়া হলে তারা খেলবে না। ভবানীপুর ক্লাবও জানিয়ে দেয়, গান্ধীকে আউট দেওয়া হলে তারাও আর খেলবে না। দুই শিবিরের প্রবল তর্কাতর্কিতে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। দুই দলকেই বোঝানোর চেষ্টা করেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু তাতে বরফ গলেনি। ঝামেলার খবর পেয়ে ইডেনে চলে আসেন সৌরভ। তিনি দুই ক্লাবের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। গান্ধীকে আবার ব্যাট করতে দেওয়া হয়। ইস্টবেঙ্গল আর আপত্তি করেনি।ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে মাঠে ছিলেন কোচ আবদুল মুনায়েম, ক্রিকেট দলের মেন্টর সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার এবং ক্রিকেট সচিব। দেবব্রত সরকার আনন্দবাজার ডট কমকে বললেন, "যাঁরা সরকারি ভাবে এবং নেপথ্যে থেকে এখন সিএবি চালান, তাঁরা আলোচনায় বসেছিলেন। সমস্যার সমাধানের জন্য কাউকে একটা এগিয়ে আসতে হত। ইস্টবেঙ্গল ঐতিহ্যশালী ক্লাব। ভবানীপুরও বহু পুরনো ক্লাব। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা যাতে হয়, সেই কারণেই ইস্টবেঙ্গল নরম হয়ে খেলতে রাজি হয়েছে। আমি ক্রিকেট সচিবকে অনুরোধ করি, বিতর্ক দূরে সরিয়ে রেখে যদি আবার দল নামানো যায়। তিনি রাজি হন।"

নজরে যুব ও মহিলা ফুটবলারেরা, নিয়মে একগুচ্ছ বদল সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার

যুব ও মহিলা ফুটবলারদের দিকে নজর দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ)। সেই কারণে তাদের নিয়মে একগুচ্ছ বদল করা হয়েছে। ১ জুন থেকে সেই সব বদল কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে ফুটবল সংস্থা।ফুটবলারদের উন্নয়ন, মহিলা ও যুব ফুটবলারদের সাহায্যের জন্য এই বদলগুলো করা হয়েছে। সব কিছুর মধ্যে যাতে স্বচ্ছতা থাকে সে দিকে নজর রাখা হবে। এই প্রথম বার ঋতুস্রাবের সময় মহিলা ফুটবলারদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার বিষয়ে ভেবেছে ফুটবল সংস্থা। জানানো হয়েছে, ঋতুস্রাবের সময় অনুশীলন ও ম্যাচ খেলতে হবে না মহিলা ফুটবলারদের। তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, মহিলা ফুটবলারেরা অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন বা সন্তান দত্তক নিলে নির্দিষ্ট সময় ছুটি পাবেন। মহিলা কোচেরাও এই সুবিধা পাবেন।

'ই সালা কাপ নামদু' স্লোগান অবশেষে সার্থক!

১৭ বছর পর বিরাটরাজার হাতে 'সাবালক' হয়ে উঠল আঠারোর আইপিএল

গত ১৭ বছর ধরে বার বার এই রিপোর্ট লেখা হয়েছে। কিন্তু প্রতি বার তা বাজে কাগজের বাক্সে ছুড়ে ফেলে দিতে হয়েছে। অবশেষে অষ্টাদশ বর্ষে সেই রিপোর্ট রাতের উচ্ছ্বাস দেখল। আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হলেন বিরাট কোহলি। খেলা শেষ হতে তখনও চার বল বাকি। বাউন্ডারিতে দাঁড়িয়ে চোখ ঢেকে ফেললেন কোহলি। চোখের কোনা দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জল। খেলা শেষ না হলেও তত ক্ষণে বেঙ্গালুরুর জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তাই নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি কোহলি। শেষ বল হতেই মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়লেন তিনি। মাথা ঠেকালেন মাটিতে। ডাগআউট থেকে ছুটে এসে তাঁকে তখন ঘিরে ধরেছেন দুই সতীর্থ। কিছু ক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালেন কোহলি। বাকিরা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। তত ক্ষণে গ্যালারিতে নেমেছে টিফো। সেখানে কোহলির মাথায় দেখা গেল মুকুট। পাশে লেখা, 'এভরি সিঙ্গল ওয়ান অফ আস লাভস বিরাট কোহলি।' লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া কোহলির জন্য তাতে ছিল শুভেচ্ছাবার্তাও।খেলা শেষে মাঠে নামলেন কোহলির প্রিয় বন্ধু এবি ডিভিলিয়ার্স। তাঁকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন কোহলি। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরেও এই দলকে ডিভিলিয়ার্স কতটা ভালবাসেন তা বোঝা যাচ্ছিল। কোহলি পরে জানালেন, তাঁদের উৎসবের মঞ্চে থাকবেন এবি। মাঠে নামলেন কোহলির আর এক বন্ধু ক্রিস গেইলও। তিনিও বেঙ্গালুরুর জার্সি পরেছিলেন। তাঁকেও দেখা গেল বেঙ্গালুরুর উৎসবে।সতীর্থ, কোচ, বন্ধুরা পাশে থাকলেও তখনও কোহলির চোখ এক জনকে খুঁজছিল। বার বার গ্যালারির দিকে তাকাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁকে দেখতে পেলেন কোহলি। তিনি অনুষ্কা শর্মা। তাঁর সব লড়াইয়ের সাক্ষী। দু'বছর আগে এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে এই মাঠেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী অনুষ্কাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন কোহলি। এ বারও তাই করলেন। তবে সেই কান্না ছিল দুঃখের। স্বপ্নভঙ্গের। এই কান্না আনন্দের। স্বপ্নপূরণের।তিন বছর আগে শুরু হয়েছে মহিলাদের আইপিএল। প্রথম বছর খুব খারাপ খেলছিল স্মৃতি মন্ধানার বেঙ্গালুরু। মরসুমের মাঝে তাঁদের উৎসাহ দিতে গিয়েছিলেন বেঙ্গালুরুর কোহলি। তিন বার ফাইনালে উঠেও হেরে যাওয়া কোহলি মন্ধানাদের বলেছিলেন, "আইপিএল কোনও দিন জিততে না পারলেও মৃত্যুর সময় কোনও আক্ষেপ থাকবে না। মনে হবে না, ইস আইপিএলটা জিততে পারলাম না!" কোহলি বেঙ

ডোনার মন্ত্রকের টাস্ক ফোর্সে ভার্চুয়াল সভায় মুখ্যমন্ত্রী

সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আকৃষ্ট করতে কৌশলগত রূপরেক্ষা প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে: রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আকর্ষনীয় করে তুলতে হেলি ট্যুরিজম-এর উন্নয়ন এবং ডম্বুরের নারিকেলকুঞ্জে সি-প্লেইন চালুর জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে পর্যটনের প্রসারে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমাকে আহ্বায়ক করে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রকের গঠিত উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের দ্বিতীয় সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পর্যটনের উন্নয়নে এইসব বিষয়সমূহ তুলে ধরেন। ভার্চুয়াল সভায় আজ কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সহ টাস্ক ফোর্সের অন্যান্য সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন। সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্স হলে ভার্চুয়ালি আয়োজিত এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং এবং পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উচ্চ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র ও প্রকল্পগুলিকে চিহ্নিত করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে একটি কৌশলগত রূপরেখা তৈরি করা প্রয়োজন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বর্তমান বিনিয়োগের পদ্ধতিগুলির মূল্যায়নের পাশাপাশি পর্যটন নীতি, ইনভেস্টমেন্ট ইনসেনটিভ স্কিম এবং রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক-এর পর্যালোচনা করার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলে পর্যটনের প্রসারে এর আগে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের প্রথম উচ্চ পর্যায়ের সভায় আলোচিত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও পদক্ষেপগুলি মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে রাজ্য সরকার নতুন হোম স্টে গাইডলাইন চালু করেছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ৪৮টি হোম স্টে চালু রয়েছে। এইগুলি রাজ্যের পর্যটনের বিকাশ এবং স্থানীয় জনগণের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীকে ত্রিপুরা পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর করা হয়েছে। পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যে প্রমো ফেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসেবে কৈলাসহর বিমানবন্দর চালু করার জন্য এনইআর-এর রিজিওন্যাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এবং এমবিবি বিমানবন্দরের ডিরেক্টর সম্প্রতি কৈলাসহর বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের আওতায় ২৯টি নিবন্ধিকৃত ট্যুর অপারেটর রয়েছে। রাজ্যে তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেল স্থাপনের জন্য রাজ্যের পর্যটন দপ্তর এবং ইন্ডিয়ান হোটেল কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যে লিজ এগ্রিম্যান্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে। পর্যটনে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর বিভিন্ন রোড শো, উত্তর পূর্বাঞ্চল বিনিয়োগ সম্মেলনসমূহে প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করছে। বর্তমান ট্যুরিস্ট লজগুলির উন্নয়নেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বিভিন্ন প্রচার-প্রসারমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ সহ রাজ্যের পর্যটন দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর যৌথভাবে রাজ্যের ট্যুরিজম ইভেন্ট ও উৎসব নিয়ে একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করার উদ্যোগের কথাও মুখ্যমন্ত্রী এদিনের সভায় উল্লেখ করেন। ভার্চুয়ালি এই সভায় অরুণাচল প্রদেশের পর্যটন মন্ত্রী পাসাং দরজি সোনা, সিকিমের পর্যটন মন্ত্রী শেরিং টি ভুটিয়া প্রমুখ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।

জম্পুইজলা প্রেসক্লাবে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন: জম্পুইজলা প্রেসক্লাবের দুঃসাহসিক চুরি। নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই এ চুরির ঘটনায় জনগণে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গভীর রাতে একদল চোরের দল জম্পুইজলা মহকুমার সংবাদ মাধ্যমের প্রধান কেন্দ্র জম্পুইজলা প্রেসক্লাবের অফিসের চেয়ার,টেবিল, ফ্যান সহ বিভিন্ন সামগ্রী ও নথিপত্র চুরি করে নিয়ে যায়।

বুধবার সকালে কয়েকজন সাংবাদিক যখন অফিসে যায় তখন দেখে একটি দরজা ভাঙ্গা। ঘরে প্রবেশ করে দেখে কোন কিছুই নেই। প্রেসক্লাবের ২০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে সিআরপিএফ ক্যাম্প, জম্পুইজলা মহকুমা মৎস্য আধিকারিকের অফিস,মহকুমা বিদ্যুৎ অফিস,জম্পুইজলা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস, সরকারি কোয়াটার, জম্পুইজলা মহকুমা শাসকের অফিস সহ অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে অফিস রয়েছে চতুর্দিকে। পাশাপাশি রয়েছে টাকারজলা ও জম্পুইজলা থানা সহ টি এস আর সপ্তম বাহিনীর প্রধান কার্য্যালয়। এরই মধ্যে রাতের আঁধারে চোরের দল কিভাবে সাংবাদিকদের প্রধান কার্য্যালয় থেকে সবকিছু চুরি করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো এটাই এখন প্রশ্ন।যেখানে সাংবাদিকদের অফিস সুরক্ষিত নয় সেখানে যে কোনো সময় ঘটতে পারে আরো বড়সড়ো দুর্ঘটনা। মহকুমার সাংবাদিকরা চাইছেন অবিলম্বে পুলিশ চোরের দলকে গ্রেফতার করে আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুক। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে মহকুমার সাংবাদিকরা।

পালাটানায় দুইদিন ব্যাপী জাগরণি উৎসবের উদ্বোধন উৎসবের মধ্যদিয়ে সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় হয় ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জুন: আজ উদয়পুরের পালাটানায় দুইদিন ব্যাপী জাগরণি উৎসবের সূচনা করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উদ্বোধন করে তিনি বলেন ঈশ্বর এক। আমরা বিভিন্ন নামে এই ঈশ্বরকে ডাকি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তিনি বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকল অংশের মানুষের মধ্যে মিলন ঘটে।

সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়। শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাধ্যমে শীতলা মায়ের পূজা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন শুধু মন্দির স্থাপন করলে চলবে না নিয়ম মেনে পূজা করতে হবে। ধর্মীয় উৎসবে সকলে এক সাথে মিলে কাজ করে বলে কোনো বিভেদ থাকে না। অনুষ্ঠানে বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার বলেন পালাটানা শীতলা মায়ের মন্দির বহু পুরুনো। এই মন্দির হিন্দু ধর্মের আদর্শকে বহন করে চলেছে। এই সনাতনী ঐতিহ্য রক্ষা করতে হবে। মেলা মানে মিলন মেলা। মেলার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। স্বাগত ভাষণ দেন উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসক ত্রিদিপ সরকার এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেববায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিডিও অনিন্দ্য দত্ত মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহঅধিকর্তা অজয় দে, সমাজসেবী বিশ্বজিৎ সরকার সহ বিশিষ্টজনেরা।

রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও মোবাইল তুলে দেওয়া হল প্রকৃত ব্যক্তির হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন: রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলেন বিলোনিয়ার সমীর মজুমদার নামে এক সহৃদয় ব্যক্তি।

গতকাল এক ব্যক্তি প্রায় ১ লাখ ৪৪ হাজার টাকা নিয়ে আগরতলা আসার পর হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যায়। একজন ব্যক্তি ওই টাকা পেয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আজ প্রকৃত মালিকের কাছে টাকাগুলা তুলে দেয় পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। যে সহৃদয় ব্যক্তি টাকাগুলি পেয়ে থানায় জমা দিয়েছিলেন তার নাম সমীর মজুমদার। বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার কার্য কলোনী। যে ব্যক্তি টাকা হারিয়েছিলেন তার নাম সমীর বৈদ্য। বাড়ি বিলোনিয়াতেই।

এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ জানিয়েছে এক ব্যক্তি গতকাল দুপুর নাগাদ একটি ব্যাগ নিয়ে থানায় আসে। ব্যক্তি পুলিশের কাছে জমা দিতে এলে ব্যাগ খুলে পুলিশ দেখতে পায় ব্যাগের ভিতরে একটি মোবাইল ফোন ও কিছু টাকা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলি গুনে দেখা যায় এখানে এক লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা রয়েছে। সে অনুযায়ী খোঁজখবর নিয়ে পরিবারের লোকজনদের খবর দেওয়া হয়। পরিবারের লোকজন এসে মোবাইল ফোনটি নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি টাকা হারিয়েছিলেন তিনি হাসপাতালের চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ তিনি নিজে এসে যথাযথ প্রমাণ দিয়ে থানা থেকে তার পুরো টাকা নিয়ে যান।

সোনামুড়ায় বিদ্যুৎ নিগমের গাফিলতিতে শর্ট সার্কিটে গবাদি পশুর মৃত্যু

সোনামুড়া, ৪ জুন: বিদ্যুৎ নিগমের চরম গাফিলতির ফলে প্রাণ হারাল একটি গবাদি পশু। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া মহকুমার ধলিয়াই মাথা এলাকায়। অভিযোগ, বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারের পাশেই বেড়ে ওঠা ঘাস খেতে গিয়েই শর্ট সার্কিটের কবলে পড়ে প্রাণ যায় গরুটির। গরুটির মালিকের দাবি, "ট্রান্সফরমারের আশেপাশে আগেই শর্ট সার্কিট হচ্ছিল। স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরে জানালেও কেউ এসে দেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি।" তিনি আরও বলেন, "আজ গরু মারা গেল, কিন্তু এখানে হয়তো কোনো মানুষ প্রাণ হারাতে পারতো। বিদ্যুৎ দপ্তরের এই উদাসীনতা মেনে নেওয়া যায় না।"

ঘটনার পর বিদ্যুৎ নিগমকে ফোন করে জানানো হলেও দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও কেউ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধলিয়াই মাথা এলাকায়। বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির কারণে যদি প্রাণহানি ঘটে, তবে দায় কে নেবে? সাধারণ মানুষ এখন এমনটাই প্রশ্ন তুলছেন।

কৈলাসহর টিলাগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ড্রেনগুলি দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দিলেন কৈলাসহর মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ জুন: কৈলাসহর টিলাগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা রাস্তার ড্রেনগুলি দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দিলেন কৈলাসহর মহকুমা শাসক। কৈলাসহর টিলাগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে থাকা রাস্তার ড্রেনগুলি পরিদর্শন করতে বুধবার দুপুর বেলা যান কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার।

এদিন পরিদর্শন করার সময় উনার সাথে উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জেলার বরিষ্ঠ আইনজীবী সন্দীপ দেববায়,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটারদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তথ্য জানাতে নির্বাচন কমিশনের নতুন উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ৪ জুন: বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সময়মত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন এখন প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করছে। নির্বাচন কমিশনের সময়মত তথ্য প্রদানে জনগণের প্রতি অঙ্গীকারকে সামনে রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে জানানো হয়েছে। কন্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস ১৯৬১ অনুযায়ী কত সংখ্যক ভোট পড়েছে তা উল্লেখ করে প্রিসাইডিং অফিসারকে ফর্ম ১৭ সি পোলিং এজেন্ট এর কাছে জমা দিতে হয় ভোটদান পর্ব শেষ হওয়ার পর। এই আইনী ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকলেও ভোটদানের হার সম্পর্কে দ্রুত তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে ভিটিআর অ্যাপ আপডেট করা হবে। নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে এখন ভোটের দিন প্রতি দু''ঘন্টা পরপর কত ভোট পড়েছে সেই তথ্য ইসিআইএনইটি অ্যাপ-এ আপলোড করতে হবে। এতে সময় সাশ্রয় হবে। এই সংখ্যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্বাচন ক্ষেত্র স্তরে হিসাব হবে। এতে ভোটদান শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রিসাইডিং অফিসারের আপলোড হওয়া তথ্য থেকে প্রতিটি নির্বাচন ক্ষেত্রে কত ভোট পড়েছে তার একটা আভাস ভোট শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পাওয়া যাবে। বিহার নির্বাচনের আগেই এই ভিটিআর অ্যাপ ইসিআইএনইটি-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে চালু হয়ে যাবে।

আগে গতানুতিক পদ্ধতিতে সেক্টর অফিসাররা কত শতাংশ ভোট পড়েছে সেই তথ্য ম্যানুয়ালভাবে সংগ্রহ করতেন। তারপর সেই তথ্য ফোনে, এসএমএস করে কিংবা অ্যাপ-এর মাধ্যমে ম্যাসেজ করে পাঠাতে হতো রিটার্নিং অফিসারের কাছে। সেই তথ্য প্রতি দুই ঘণ্টায় যোগ দিয়ে মোট সংখ্যা বের করে ভিটিআর অ্যাপ-এ আপলোড করা হত। ভোটদানের হার কয়েক ঘন্টা পরে আপডেট করা হত এবং ফিজিক্যাল রেকর্ডের ভিত্তিতে সেই তথ্য রাত্রে কিংবা তার পরদিন পৌঁছাত। এই ৪-৫ ঘন্টা বিলম্বের কারণে অনেক সময় প্রকৃত তথ্যের অপব্যাখ্যা দেওয়া হত।

বিলোনিয়ায় বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৪ জুন: বিকশিত ভারত, বিকশিত ত্রিপুরা কৃষি সমৃদ্ধির রূপকার - অন্নদাতা আপনারা এই বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কর্মশালা। বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের অংশ হিসেবে বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মাইছড়া ভারত মাতা কমিউনিটি হলে বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মশালা। চারা গাছে জল প্রদানের মধ্য দিয়ে কর্মশালার সূচনা হয়। উপস্থিত কৃষকদের সামনে কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি আধিকারিকরা সহ অতিথিরা কর্মশালাতে কৃষি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এই দিনের আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, এফসিআই চেয়ারম্যান রাজ্য সভার সাংসদ, রাজীব ভট্টাচার্য্য। এছাড়া ছিলেন ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, শান্তির বাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্য সাহা, মিশন ডাইরেক্টর রাজীব দেববর্মা , কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েতের প্রধান, কৃষি দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্য অতিথিগন। স্বল্প জমিতে কিভাবে অধিক ফলন ফলানো যায় ও কৃষকরা কি কি ফলন ফলাতে পারবে বিভিন্ন ঋতুতে সেই কৃষি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন অতিথিরা। কর্ম শালাতে আলোচনা রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, কৃষকদের সমস্যা নিরসনের জন্য বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান চালু হয় মোদীজীর নেতৃত্বে। আগামী নয়ই জুন মোদীজীর এগারো বছর শাসন কাল পূর্ণ হবে। এই শাসন কালে কি কি কাজ হয়েছে তা তুলে ধরা হবে। এরপর কৃষকদের জন্য অসহায় মানুষদের জন্য, বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন সাংসদ।

বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনে বিধায়ক সহ অন্যান্য আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জুন: ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরের লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দেশব্যাপী বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের সূচনা ঘোষণা করেছে, যা ২৯ মে থেকে ১২ জুন পর্যন্ত চলবে। আধুনিক, উদ্ভাবনী এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের দিকে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই অভিযান গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান দূর করার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যাতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তৃণমূল স্তরে পৌঁছাতে পারে। উন্নত কৃষি, উন্নত কৃষি কৌশল এবং ক্ষমতায়িত কৃষকরা একটি উন্নত জাতি গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে কাজ করবে। সময়োপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক মাঠ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ প্রচারের জন্য খরিফ এবং রবি ফসল বপনের আগে প্রতি দুই বছরে একবার বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান পরিচালিত হবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের ১.৪৫ বিলিয়ন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা, পুষ্টিকর খাদ্যের অ্যাক্সেস প্রচার করা, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা। কৌশলটি ছয়টি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে উৎপাদন বৃদ্ধি, উপকরণ খরচ কমানো, ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, দুর্যোগ ক্ষতিপূরণ প্রদান, ফসলের বৈচিত্র্য এবং মূল্য সংযোজনকে উৎসাহিত করা এবং প্রাকৃতিক ও জৈব চাষ সম্প্রসারণ করা। রেকর্ড পরিসংখ্যান ভারতের ক্রমবর্ধমান কৃষি শক্তিকে প্রতিফলিত করে এবং ভারতকে 'বিশ্বের খাদ্য ঝুড়ি' হিসেবে গড়ে তোলার প্রচারণার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অভিযানটি (আইসিএআর) এর ১১৩টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ৭৩১টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য কৃষি বিভাগ, কৃষক-উৎপাদনকারী সংস্থা (এফপিও) এবং উদ্ভাবনী কৃষকদের একত্রিত করবে। মোট ২, ১৭০টি বিশেষজ্ঞ দল, যার প্রতিটিতে কমপক্ষে চারজন সদস্য থাকবে, ৭২৩টি জেলার ৬৫,০০০-এরও বেশি গ্রাম পরিদর্শন করবে। এই দল বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি প্রচারের জন্য কৃষকদের সাথে সকাল, বিকেল এবং সন্ধ্যায় সেশন পরিচালনা করবে।মাঠ মূল্যায়ন কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতি, মাটির স্বাস্থ্য, বৃষ্টিপাতের ধরণ এবং জলের প্রাপ্যতার উপর আলোকপাত করবে। মাটির স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞরা উপযুক্ত ফসল, উচ্চ ফলনশীল বীজের জাত, সুষম সার ব্যবহার এবং আধুনিক বপন কৌশল সুপারিশ করবে। লক্ষ্য হল সুনির্দিষ্ট এবং উপযুক্ত নির্দেশিকার মাধ্যমে কৃষি খরচ হ্রাস করা, মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।গুরুত্বপূর্ণভাবে, ভিকসিত কৃষি সংকল্প অভিযানকে দ্বিমুখী সম্পৃক্ততা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। কৃষকদের তাদের স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলি, যেমন কীটপতঙ্গ সমস্যা এবং জলবায়ুগত অসঙ্গতিগুলি ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করা হবে, যা চলমান গবেষণাকে তথ্য প্রদান করবে। এই উদ্যোগটি ১.৩ কোটিরও বেশি কৃষকের কাছে সরাসরি পৌঁছাবে এবং তাদের সাথে জড়িত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যাতে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং কৃষকদের অন্তর্দৃষ্টি উভয়ের দ্বারা কৃষি অগ্রগতি পরিচালিত হবে।

'বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান' এর অঙ্গ হিসাবে নবীনগর পঞ্চায়েতে কৃষক কর্তৃক চাষ করা আপেল, বরই এর কৃষি জমি পরিদর্শন করেন বিশালগড়ে তরুন বিধায়ক তথা সুশান্ত দেব, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতুসী দাস, টি সমিতির ডাইরেক্ট অরবিন্দ দেববর্মা , কৃষি সুপার হিমানিশ লস্কর এবং সেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত। আপেল ও বরই চাষ করে বছরে ২.৫ লক্ষ টাকা আয় করেন বলে জানান কৃষকরা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান সোনামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৪ মে: ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই দিনটিকে সামনে রেখে এবং সম্মান জানিয়ে ৪ই জুন বুধবার দুপুর বেলায় সোনামুড়া মহকুমা সদরের নেতাজি মূর্তির পাদদেশে এক বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয়। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাশোসিয়েশনের সোনামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এবং মহাকুমা বনদপ্তর ও সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের সহযোগিতায়।। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ১০১ টি বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়।। পাশাপাশি নগর পঞ্চায়েত অফিসের ঠিক বিপরীত দিকে প্রস্তাবিত উন্মুক্ত উদ্যানের মধ্যে কয়েকটি চারা প্রতীকি স্বরূপ রোপন করা হয়।।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রাজু দেব,, নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী ,, এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রবীর সাহা এবং মহকুমার প্রবীণ সাংবাদিক স্বপন চক্রবর্তী,, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং সিপাহীজলা জেলা কমিটির সভাপতি দেবাশীষ দত্ত,, সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সভাপতি নরেশ দাস সম্পাদক জহিরুল ইসলাম সহ সোনামুড়া প্রেসক্লাবের সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন সহ আরো অনেকেই।। আকর্ষণীয় এবং স্বল্প পরিসরের অনুষ্ঠানে হওয়া আলোচনার মাধ্যমে বক্তারা সকলেই আবেদন রাখেন,, প্রত্যেকটা পরিবারের পক্ষ থেকে যাতে কয়েকটি করে গাছ লাগানো হয়।। এই গাছগুলি যাতে বড় হয়ে ওঠে।। এই বিষয়টি ভালোভাবে লক্ষ্য করার জন্য উদ্বেগের সাথে সকলেই বলেন। গোটা পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে।। আধুনিক পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত গাছ কেটে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে।। কিন্তু সেই পরিমাণে ন্যূনতম ভাবে হলেও নতুন গাছের জন্ম হচ্ছে না।। অথচ এই গাছ আমাদের মায়ের মতো জন্ম থেকে মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্সিজেন যোগান দিয়ে চলেছে প্রত্যেকটি প্রাণীকে।

পাশাপাশি এই পৃথিবী যাতে অক্সিজেন শুন্য হয়ে না পরে, এর জন্য গাছ প্রাণীদের বর্জিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে থাকে।। এই গাছ আমাদের ছায়া দেয়,, ফল দেয় , ফুল দেয়,, আমাদের সৌন্দর্য্য দেয়,, প্রখর তাপমাত্রার হাত থেকে রক্ষা করে।। অথচ আমরা প্রতিনিয়ত গাছ কেটে ধ্বংস করে চলেছি।। একেবারেই পিছনে ফিরে তাকাই না এবং ভাবি না।। গাছ না থাকলে আমাদের পরিণাম কি হতে পারে।।তাই মহকুমা সদরের নেতাজি মূর্তি পাদদেশে হওয়া ১০১ টা গাছ বিতরণ অনুষ্ঠান থেকে আবেদন রাখা হয়, গাছ লাগান,, গাছ বাঁচান,, গাছই আমাদের প্রাণ।। অর্থাৎ সারা দেশব্যাপী একটা স্লোগান দেওয়া হচ্ছে এক পেড় মা কে নাম।।এই আওয়াজ এবং গাছ লাগানোর সুফল ও এর বিষয়টি সকলের কাছে যাতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।। ৫ই জুন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হবে।।এই অনুষ্ঠানেও ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন নগর পঞ্চায়েত ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে সহায়তা করবে।

গাঁজা ক্রয় করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক বৃদ্ধা

আগরতলা, ৪ জুন : গাঁজা ক্রয় করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক এক বৃদ্ধা। আজ উদয়পুর রমেশ চৌমুহনীতে ওই বৃদ্ধাকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন জনতা।

প্রসঙ্গত, উদয়পুরে দীর্ঘদিন ধরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথনাটকের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা, ত্রিপুরায় অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৪ মে: বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন) উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং নবচিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন সচেতনতা কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল পথনাটকের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ।এই অভিনব কর্মসূচির অংশ হিসেবে তেলিয়ামুড়া মহকুমার জনবহুল বাজার, অফিস এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পাঁচটি পথনাটক পরিবেশিত হয়। নাটকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে দেখানো হয় প্লাস্টিকের অপব্যবহার কীভাবে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব।এদিন মহকুমা শাসকের কার্যালয়, পুলিন চৌমহনি,